মানসী
মানসকুমার ঠাকুর

মানসী

মানসী

মানসকুমার ঠাকুর

রোহিণী নন্দন
১৯/২ রাধানাথ মল্লিক লেন
কলকাতা - ৭০০ ০১২

Manasi
A collection of poems
by Manas Kumar Thakur
প্রকাশ কাল ঃ জুন, ২০১৯
গ্রন্থ স্বত্ত্ব ঃ লেখক
প্রকাশক ঃ রোহিনী নন্দন
১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন, কোলকাতা- ৭০০ ০১২
Mail to: rohininandanpub@gmail.com
বর্ণ সংস্থাপন ও মুদ্রণ ঃ
রোহিনী নন্দন মুদ্রণ বিভাগ
বিনিময় মূল্য ঃ ₹ ২০০/-

প্রস্তাবনা

আমি যখন খুঁচোর (আমার ছেলে) দিকে তাকাই—মনে হয় ওর দুই চোখে আমরা দুজন বসে আছি। এটাতেই শান্তি, ওর জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা বেঁচে থাকবো।

আমি জানি না ওকে বড় করতে পেরেছি কি-না। কিন্তু মানুষ করতে পেরেছি বলে আমার মনে হয়।

আমার মনে হয়েছে ওর লেখায় একটা অদ্ভুত মানে খুঁজে পাই—'শূন্য থেকে সুদূর'। একটা কথা আমার মনে খুব দাগ কাটে, ও সবসময় বলে—'মা-মৃত্যুর পর বেঁচে থাকাটাই আসলে জীবন'।

আমার আশীর্বাদ থাকলো— সবাইকে নিয়ে খুঁচো যেন ওর লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। আমরা যেখানেই থাকি দুচোখ ভরে ওর আনন্দ উপভোগ করবো।

'মা'

শুভ কাব্য পথে

বাণিজ্য এবং হিসাব-নিকাশের মানুষ শব্দের প্রেমে পড়েছেন—বড় বেশি চোখে পড়ে না। মানস ঠাকুর লব্ধ প্রতিষ্ঠ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট, প্রায়শই হিল্লি-দিল্লি করেন,সকালে এক শহরে তো বিকেল বেলায় অন্য কোনওখানে, কোট-প্যান্ট-টাই পরে সাহেব হয়ে কোম্পানির লোকের সঙ্গে কথা বলেন; সেই তিনি কবিতার বই লিখছেন—একথা জেনে বিস্ময় ও আনন্দে মন পরিপূর্ণ হয়েছিল। তারপর তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন, তাঁর বই পড়ে দু-চার কথা লিখতে বললেন, কবির সৃষ্টিতে আমিও কোথাও স্থান পাবো— এ তো অভাবনীয়। কবি মানস ঠাকুরের মনোজগতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী যৌথ সংসার পেতেছেন, ভাবতে ভালো লাগে। শব্দ ব্রহ্ম, শব্দ ঈশ্বর।

ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগাযোগ অনায়াস অনবরত। কবি মানসে সংখ্যা উপস্থিত; সংখ্যার জগতে কবিতা। এ এক অসাধারণ সমন্বয়। মানস ঠাকুরের আরেক পরিচয়— তিনি এবং আমি একই জেলার একই মহকুমার একই শহরের মানুষ। তাঁর কবিতায় আমার উপলব্ধি যেন ছড়িয়ে আছে। বাল্যকালে একটি ছোট শহরে নিরিবিলি জীবন কাটিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের মনে কল্পনা যেন চিরজাগ্রত থাকে। মানস বাবু-র জীবনদর্পণ কবিতাটি পড়তে পড়তে আমি তাঁর লেখ ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই, আনমনে গাছে উঠে পা দোলাই, আর পুরোনো দিনের কথা ভেবে মন কেমন করে ওঠে। কবিতা তো ওইটুকুই পারে। হৃদয়ের গভীরে যে অনবরত বহমান নদী, সেখানে স্রোত তৈরি করে কবিতা। মানস ঠাকুরের কবিতায় কাব্যগুণের সঙ্গে হৃদয়ের ধুকপুক শব্দ উপস্থিত। সেই শব্দ আমার মতন পাঠক-কে স্পর্শ করে।

কবিতা লিখতে লিখতে পরিণতি পায়, কবি ও কবিতা দুইয়ের ক্ষেত্রেই এ-কথা সত্য। মানস ঠাকুর যত লিখবেন ততই ক্রমোন্নতি হবে কবিতার চরিত্রের। কবির প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নমস্কার। যা গ্রন্থিত হল, পাঠক নিশ্চয় তাকে সাদরে গ্রহণ করবেন।

মানস ঠাকুরের কবি-মানস ক্রমাগত আলোকিত হোক। আলোর বিচ্ছুরণ আমাদেরকে আলোকিত করুক। কবির দীর্ঘ, সুস্থ এবং কবিতায় নিবেদিত পূর্ণ জীবন কামনা করি।

বাসব চৌধুরী
উপাচার্য
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আমার কথা

আমি কথাকে সামনে পিছনে বসিয়ে একটা মানে করতে চেয়েছিলাম— কিন্তু একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খায় আমার মনে। কথাগুলো বসিয়ে কোনো মানে হয়েছে তো? এটা কবিতা তো? আমি যদি 'কবি' হই এটা একদম ঠিক— প্রত্যেকের কবি হবার অধিকার থাকছেই। বাবা ও মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া কিছুই করতে পারবো না। আমি যাদের কাছে ঋণী আমার কবিতার জন্য সবার আগে আমার বান্ধবী জয়ন্তী চৌধুরী (সেন)-র নামটা এসে যায় ও আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে মারাত্মক ভাবে মাঠে নামিয়ে দিয়েছিল। বলতে পারি কবিতার হাতে খড়ি সেই। আমার কবিতার প্রাথমিক শিক্ষক। পরবর্তী পর্যায়ে মানসী আমার অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছাত্রী কিছু কবিতা নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বই বানিয়েছিল। বলতে পারি আমার কবিতার মধ্যে সার খুঁজে পেয়েছিল।

শেষ পর্যায়ে কয়েকজন আমাকে নিবিড় ভাবে সাহায্য করেছে যেমন আমার ছেলে রিভু, ছাত্রী রিয়া ও আমার ছোড়দি। কেউ লেখাগুলো লিপিবদ্ধ করেছে। কেউ লেখার মধ্যে অন্য স্বাদ আনার জন্য অনুরোধ, কেউ আবার লেখার ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেছে। লক্ষ্য আমাকে কবি নামের সাথে আলিঙ্গন করানো। এছাড়া সবসময় উৎসাহ দিয়েছে আমার বড়দি, আমার স্ত্রী এবং আরও অনেকে। আর অনুজ প্রতিম ড. দেবপ্রসন্ন নন্দী — যার আগ্রহ ছাড়া এ বই আলোর মুখ দেখত না। যারা আমাকে কবি নামটা পেতে সাহায্য করেছে, করছে বা করবে—আমি চিরকাল তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

কবি তার প্রেম/ভালোবাসা কবিতাতে সমর্পণ করেছে। তিনি যেন আত্মস্থ—বলছেন

আমি যখন কিছু লেখার চেষ্টা করি
তখন মনটা থাকে আড়ষ্ট,
যখন মনটা সচল থাকে
ঠিক তখন চেষ্টাটাই আসে না
আর আসে না বলেই
ফিরে ফিরে চায়
তোমাতেই।

কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের ছবিটা দেখতে চেয়েছেন

কত কথা কবিতায় আসে
আসে দুঃখেরও আঙিনায়
মনেরও আলাপনে
কত কিছু যায় আসে
কত পাপ বাসা বাঁধে মনে
মনেরও সঙ্গোপনে।
কত ছবি ছবি হয়ে যায়
অনন্ত শূন্যে
ডানা মেলে নির্লজ্জ আত্মহননে।

কবিতা যেহেতু তার মনুষ্য চরিত্র—তাই প্রত্যাশা আছেই

প্রত্যাশার শেষ নেই
আর, নেই বলেই বেঁচে আছে
এক রাশ অতৃপ্ত কুহক।
যার ব্যথার প্রকাশ নেই
ভালোবাসায় বিশ্বাস নেই
শান্তির অবকাশ নেই।

আশা যেন কখনও শেষ না হয়—সেই জন্যই তিনি বলছেন

পাওয়া-না পাওয়ার আশা

যখন শেষ, ঠিক তখনই—
বিষণ্ণ ঘাসের মুখে এক বিন্দু শিশির
তোমাকেই—
আমি তোমাকেই আকণ্ঠ পান করাবো
অমৃত বা বিষ যা দেবে
দু-হাত ভরে নেবো।

তার কাছে স্বপ্নের অবস্থান ও পরিসর নির্দিষ্ট

কোনো স্বপ্ন-সময়কে
অতিক্রম করে না
সময়ের সন্ধিক্ষণ
স্বপ্নগুলো শুধু ছুঁয়ে যায়।
স্বপ্নের বাস্তবতাকে
কাল্পনিক বিন্যাসদিতে।

তার কাছে স্বপ্নের ভবিষ্যৎ একটু অন্যরকম

অভিশপ্ত বাসনগুলো
আগামী প্রজন্মের কাছে
মাথা ঠুকছে
বাঁচার আশায়।

কখনও উনি বলছে—স্বপ্নবোধের মূল্য

চেয়েছি স্বপ্ন দেখতে
কিন্তু তার চেয়েও দামী
স্বপ্নবোধ।

কবি শিল্পী কি না তার কাছে এটাও প্রশ্ন

আমি শিল্পী নই
কারণ
আমি মানুষ নই।

তার কাছে স্বপ্ন সজীব—তারও মৃত্যু হয়

বুকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে
এক ভয়াবহ বিষ—
যা—
'সৃষ্টিকে ধ্বংসে পরিণত করে
আর, ধ্বংসকে পালটে দেয় ইতিহাসে
কারণ—
'মৃত্যুর পর কোন যুদ্ধ হয় না
হয় ইতিহাস
জড় পদার্থের ভালোবাসার কথা।

কখনও আবার তারই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে অপেক্ষা

তবু অপেক্ষা
কার জন্য?
আনন্দ পাওয়া
না দেওয়ার জন্য
ভাবছি...।

এই কবি আবার সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন সংকট কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে—

'শান্ত হও
হও প্রাণবন্ত
উজ্জ্বল প্রকৃতির মতো—
নিজেকে তৈরি করো—
যথাযোগ্য।
সৎ হও
পূর্ণ হও প্রাচুর্যে
গভীর হোক তোমার আকর্ষণ।
সংকট মুক্ত হওয়ার নয়
মুক্ত করো সংকট বোধ
পরিচিতি কেউ দেবে না
ছিনিয়ে নাও পরিচয়
স্বীকৃতি তুমি পাবে না
স্বীকারোক্তি করিয়ে নাও।'

সূচিপত্র

উন্মাদ ▪ ১৩ আপেক্ষিক ▪ ১৪ অবসাদ ▪ ১৫ তরঙ্গ ▪ ১৬ ক্লান্তি ▪ ১৭
স্মৃতি - বিস্মৃতি ▪ ১৮ রাত্রির হাতছানি ▪ ১৯ তরুণ যোগী ▪ ২০ নদী ▪ ২১
হার বা জিত ▪ ২৩ আত্মিক ▪ ২৫ বিশাল শূন্যতা ▪ ২৬ স্বপ্ন ▪ ২৭ গোবিন্দলাল ▪ ২৯
রামু চাচার গোঁফ ▪ ৩১ বিবেক ▪ ৩৩ কিছুক্ষণ ▪ ৩৪ আমি ও কল্পনা ▪ ৩৫
মৃত্যু একটা শব্দ ▪ ৩৬ মৃত্যু ▪ ৩৭ ব্যতিক্রম ▪ ৩৮ প্রতিচ্ছবি ▪ ৩৯ বিক্ষিপ্ত ▪ ৪১
কল্পনার কাননে সূর্য ▪ ৪২ চাওয়া - পাওয়া ▪ ৪৪ কল্পনার - মায়াজাল ▪ ৪৬
অনন্ত শূন্য ▪ ৪৮ কে তুমি ▪ ৪৯ স্বপ্ন সংকলন ▪ ৫১ শব্দের মৃত্যু ▪ ৫৩
অবয়ব ▪ ৫৪ পড়ে থাকা চিঠি ▪ ৫৫ শব্দ - সারাংশ ▪ ৫৬ অভিমন্যু ▪ ৫৭
শুধু তোমাকে ▪ ৫৮ কাল্পনিক ▪ ৫৯ নির্বাক যন্ত্রনা ▪ ৬০ অজানা সংকোচ ▪ ৬২
বিশ্বাসভঙ্গ ▪ ৬৫ সে লজ্জা ▪ ৬৭ দিগন্ত ▪ ৬৮ আত্মস্থ ▪ ৬৯ জীবনের মরীচিকা ▪ ৭০
অনিয়ন্ত্রিত আবেগ ▪ ৭২ অনুধাবন ▪ ৭৪ জীবন আড্ডা ▪ ৭৬ সংশয় ▪ ৭৭
কে আমি ▪ ৭৯ পেয়ালা ▪ ৮১ উদাস ▪ ৮২ আশা ▪ ৮৩ সময় ▪ ৮৪ উপলব্ধি ▪ ৮৫
বহ্নি বৈচিত্র্য ৮৭ প্রত্যাশা ▪ ৮৮ ভালো থেকো ভালোবাসা ▪ ৯০ আজকের সন্ধ্যাটা ▪ ৯১
অভিশপ্ত অবয়ব ▪ ৯৩ ইচ্ছে ▪ ৯৪ সাংকেতিক সংলাপ ▪ ৯৬ গভীরতা ▪ ৯৮
বহুরূপের অনুভূতি ▪ ৯৯ প্রান্তিক মুক্তি ▪ ১০০ জলজ শ্যাওলা ▪ ১০১
শরীর-অশরীর ▪ ১০২ চিঠি (মেয়ের অনুতাপ) ▪ ১০৩ চিঠি-২ (মায়ের উত্তর) ▪ ১০৫
বিচ্ছুরণ ▪ ১০৬ নীরব কান্না ▪ ১০৮ জীবন দর্পন ▪ ১১০ গো-গোকুলনে ▪ ১১৩
চাঁদ ও চাঁদনী ▪ ১১৫ আমিই গামছা ▪ ১১৬ নিঃশব্দ তরঙ্গ ▪ ১১৭
দীপিকার দর্শন ▪ ১১৯ অতৃপ্ত অবয়ব ▪ ১২০ জীবন নামক যুদ্ধ ▪ ১২১
অস্পষ্ট পদক্ষেপ ▪ ১২২ নিয়ম-অনিয়ম ▪ ১২৪ আমি ও সারসী ▪ ১২৫
সাংকেতিক অভিপ্রায় ▪ ১২৬ স্রোতের বিপরীতে ▪ ১২৭ কাল্পনিক ▪ ১২৯
মনস্তাপ ▪ ১৩০ ইতিহাসের প্রতিলিপি ▪ ১৩১ রূপ নামক অঞ্জনা ▪ ১৩৩
প্রতিশ্রুতি ▪ ১৩৫ হারানো স্মৃতি ▪ ১৩৭ নীড়ের পাখি ▪ ১৩৮ কবিতার কল্পনা ▪ ১৪২
নীরবতা ▪ ১৪৪ আবদ্ধ ▪ ১৪৫ মানুষ খুব ছোটো হয়ে গেছে ▪ ১৪৬
এই রাতে ▪ ১৪৭ বিভ্রান্ত ▪ ১৪৯ কালান্তর ▪ ১৫০ স্মৃতি ও সংস্কার ▪ ১৫২
আমরা কারা? ▪ ১৫৩ যাঁরা আছে সাথে ▪ ১৫৫ সূর্যালোক ▪ ১৫৭ জীবন বিশ্লেষণ ▪ ১৫৯
অবস্থান ▪ ১৬১ াবদ্ধ জীবন ▪ ১৬৩ স্বপ্নাদেশ ▪ ১৬৪ সমুদ্রের জলচ্ছাস ▪ ১৬৫
রবি ▪ ১৬৭ আশঙ্কা ▪ ১৬৮ আমি রূপকথা ▪ ১৬৯ চুপি চুপি ▪ ১৭১
তুমি আসোনি কোনোদিন ▪ ১৭২ অসহায় ▪ ১৭৩ পরিকল্পনাহীন জীবন ▪ ১৭৫

উন্মাদ

অসম দৃষ্টি
ভগ্ন মনপ্রায়—
বেসুরের সৃষ্টি।

ভেঙে দেয় সে ছন্দ
বৃথা চিৎকার
চকিতেই নিস্পন্দ।

দ্বিধাগ্রস্থ!— উচ্ছাস !
উন্মাদ নামে খ্যাত
এ যেন অবিশ্বাস।

তারে লজ্জা দেয় যে,
ফিরে ব্যথা পায়
সে, এক সৃষ্টিছাড়ার গন্ধ।

এ— এক ভালোবাসা
বিধাতার আলো আশা
হয় বেশী— নয় কিছু কম।

বর্ণে বর্ণে আমি তাই
গগনের পানে চাই— বলি
তুমি দুর্জয়, সর্বহারা— হে নির্মম।

আপেক্ষিক

স্রষ্টা যখন সৃষ্টিকে -
ডাকে - হাতছানি দেয় -
প্রক্ষিপ্ত সূর্যের কাছে
প্রশ্ন তোলে!
কে- কেই বা নেয়
রক্তিম আভা? শান্ত সুরে
বিকশিত হওয়ার তেজ!

বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা
আমরা- তবুও আমরা,
খুঁজি- অমৃত সুধা।

অসীম থেকে অনন্তে
খুঁজে ফিরি দিগন্তের ছবি
বেদ না হয় বেদান্তে।

জোয়ারের নিস্তব্ধতা
ছিনিয়ে নিয়ে যায়
বর্বর সভ্যতা।

ভুল তবুও গর্ব
মানুষ সাথে মনুষ্যত্ব।

নিষ্ঠুর নীরবতার কাছে
প্রশ্ন করে পাও যদি সাড়া
যেন সর্বসত্য।

অবসাদ

তুমি -
অস্ফুট অহঙ্কার নিয়ে
যখন ক্লান্তির কুয়াশাকে
ঢেকে দিচ্ছিলে।

জল -
চোখের আড়াল থেকে
হাতছানি দিয়ে
কিছু বলে দিচ্ছিল।

আমি-
নিরূপায় হয়েই
তাকিয়ে ছিলাম
নিদারুণ ব্যথায়।

আমার-
অক্ষমতা - নীরবতাকে
সাক্ষী করে রেখেছিল
বৃথাই।

তোমার-
তৃপ্তির হাসি
মনে পড়ে যায়
হৃদয় দেবার তিথি।

শুধু-
অস্তিত্বের গ্লানি-
হারিয়ে যাক অতীত
গহন স্রোতে।

তরঙ্গ

আমি-
নিজেরে হারায়ে
খুঁজি যে তোমারে
শুধু যেন বারে বার।

তুমি
নিজেরে কাঁদায়ে
কাঁদাবে আমার
নীরব অহঙ্কার।

আমার গানের
সুর ভেসে যায়
তোমার বীণার ঝঙ্কারে।
তোমার সুরের
স্বপ্নশিখা
উঠুক জেগে হুঙ্কারে।

নিখিল আঁখির কাজল দিয়ে
সপ্ত সুরের ছন্দ,
এ প্রাণ তোমারই
তুমি যে মুক্ত জীবনানন্দ।

ক্লান্তি

স্তব্ধ আকাশ
নিস্তব্ধ রাত্রির কাছে
শানিল প্রশ্ন—
ক্লান্তি না অবকাশ !

দ্বিধাগ্রস্থ চাঁদ
পূর্ণিমার আকাশে
মেলেছিল
প্রশান্তির ছাদ।

বিষাদ মাখা-
অস্ফুট দৃষ্টি,
আবেগে আচ্ছন্ন
কিছু জেগে থাকা তারা।

নিরুপায়—
উত্তরিল নিশি,
নীরবতা - বিভাসিল
তনুকায়।

স্মৃতি - বিস্মৃতি

আমি মগ্ন -
বিস্মৃতির আড়ালে
সুপ্ত হৃদয়
আছিল নগ্ন।

তৃষাতুর বন,
জল - জল চেয়েছিনু,
হৃদয় মরুর তৃষ্ণা
বিস্মৃত বিজন।

তনু কৃশকায়
রিক্ত আয়ন -
উঠিয়াছে ঝড়
ক্ষুব্ধ আশায়।

শুধু আঁকা ছবি
রক্তমাখা তুলি
শিল্প আবেশ -
এই শিল্পীর
রঙমাখা মন
মনে জাগে আজ রবি।

রাত্রির হাতছানি

শুনেছো কি তুমি?
রাত্রির কান্না -
সন্ধ্যের ভাষা -
ফিরবে জেনেও
ডুবে যাওয়া চাঁদের
মিনতি।

বোঝোনি -
হাতছানি দেয়-
সাঁঝের তারা
প্রশ্ন করোনি
হৃদয় মরুতে
ওরা কারা?
ওরা আছে
স্বপ্ন শিখায়-
কল্পনায় ওদের স্থিতি।

তরুণ যোগী

হে তরুণ যোগী
জাগো - জাগাও আপনারে
সৃষ্টির হবে লয়
সাজো-সাজাও আপনারে।

মায়ার খেলায় মেতেছে
হয়ে বিরহী - বিবাগী, করো শান্ত,
তুমি বালক, মনে অম্বিকা
হয়ে ত্রিভঙ্গ রাখাল - ক্ষিপ্ত অনন্ত।

বিষাদ বিলাপে ভরেছে আকাশ
নিষ্ঠুর কৃপায়—উদার শান্তি দাও,
তোমার চাহনিতে থাক লেলিহান
স্নিগ্ধ পরশে সেই অমৃত দাও।

তুমি সঙ্গবিহীন, রাতের শঙ্খকূহর -
আঁধার মুছে ঢালো অংশু বৃষ্টি
তুমিই স্থিতি - মহাকাল
জোৎস্নায় স্নিগ্ধ করো সুন্দর সৃষ্টি।

নদী

আমি পথ শ্রান্ত
ক্লান্ত বোলো না -
আমি চলেছি
শতাব্দীর পর শতাব্দী
আমি চলেছি।
কখনও হাজার নারীর
কান্নাকে ভাসিয়ে নিয়ে
জলোচ্ছ্বাসে -
বিজয় উল্লাসে -
আমি চলেছি।

কখনও নিষ্পাপ শিশুর
নীরব চাওনিতে
ভুলে গেছি,
বুকে টেনে এনেছি -
ভেসে আসা শত নিষ্পাপ কলঙ্ক।
মায়ের কান্নাকে
সাক্ষী করে—
তবু
আমি চলেছি।

কিন্তু কোথায়?
সীমান্তের সন্ধিক্ষণে
গোধুলির রাঙা আলোয় -
সবাই অনুভব করে
আমাকে-
পরক্ষণেই ফিরে যায়।
একা আমি
শোকার্ত, সুগন্ধ বাতাসে
আমি আবদ্ধ।
এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা
আমার কলধ্বনির সঙ্গী হয়।

কিন্তু কেন?
নিজেকে নিঃস্ব -
এবং নিঃসঙ্গ করেছি?

শেষ লগ্নের
পবিত্রতা যদি
ফিরে না পায়।
বুঝি -
সব মরীচিকা
অশরীরী হাতছানি।
আমার ক্লান্ত শরীরটা
শারীরিক হবে
স্নিগ্ধ আর্তে মিশে যাবে
কাঙ্ক্ষিত ধর্মান্তরে।

হার বা জিত

কোনো খেলায় !
জীবনের কোনো খেলায়,
কি জিতেছি?
কাল্পনিক মাপকাঠি দিয়ে
তৈরী হয়
হার বা জিত।

খেলার শেষে
উল্লাস বা বিষন্নতা
সব কিছু সীমাস্থ
ক্ষীণ-আবদ্ধ,
মানুষের মনের কাছে
সব কিছু দিশাহারা
হয়ে যায়।

মানসিক সাম্য,
যেমন
ভারসাম্যকে গড়ে তোলে,
সমতা রক্ষা করে —
সময়,
সামাজিক উচ্ছ্বাস।
ভেবে দেখো -
এটা একটা মুখ নয়
নিটোল মুখোশ।
কুয়াশা সরে যাক দূরে
চিরন্তন শান্তি ভরে দিক
আত্মিক আকাশ।
জীবনে না আছে -
কোনো হার -

না কোনো জিত,
সব যেন সময়ের সাপেক্ষে
সাময়িক।
উন্মত্ত উদাত্ত বাতাস -
যা নিজের কাছেই -
অচেনা হয়ে যায়।
চেনা ছবির অন্তরালে
জন্ম নেয়-
সময়ের জীবাশ্ম।

আত্মিক

পোড়া শরীর—
শূন্য হৃদয় —
স্মৃতিগুলো সব
বোবা হয়ে আছে
গুমরে গুমরে ওঠে
প্রেতের ছায়ার মত।

নিজ আগুনে
দগ্ধ হয় স্বরূপ,
আপনার ঘৃণা দিয়ে,
পঙ্গু হয় নিজে।
কান পেতে শোনে
বিদায়ের করুণ স্পর্শ
মৃত্যুর বিকৃত রূপ।

এই সেই পাপ
যা তপস্বীর বেশে
আসে ছুটে,
পান করে
আকণ্ঠ অভিশাপ।

অস্থি চর্মে আর
ঈশ্বর ঢাকা নেই
নেই চঞ্চলতা,
তবু -
মিশে আছে
কবরের অস্পৃশতা
ও পবিত্রতা।

বিশাল শূন্যতা

পৃথিবীর মরূচ্ছাসে
আমরা বেঁচে আছি দলবদ্ধ ভাবে
সঙ্গবদ্ধ ভাবে নই-
সংকীর্ণতার
আবেগে ভুলে যাই -
আমি কি বা কে?

জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসে
বুঝতে চাই,
তবু আমি
ভ্রান্ত হৃদয়ের পাশে
একা আমি।
আর চারিদিকে
বিশাল শূন্য জগৎ।
স্থির সমুদ্রের শূন্যতা।

স্বপ্ন

ঘুমটা ভেঙে গেল
চোখটা খুলতেই
ইচ্ছে হচ্ছিল না -
একটা সুন্দর স্বপ্ন
আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল -
অতীতের বাস্তবতাকে
সামনে রেখে।

চোখের কালো পর্দা সরাতেই
মনে হল -
আমার বিরক্তিকে
কেউ বিদ্রূপ করছে,
দেখি -
এক অদ্ভুত আকর্ষণ,
শৃঙ্খলিত নৈস্বর্গিক চুম্বন।

লজ্জা হচ্ছিল আমার
স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য্য
একাকার হয়ে গিয়েছে,
ভাবি -

স্বপ্নের চেয়েও দামী
এমন মিলন -
নিঃশব্দ আলাপন।
ওর স্নিগ্ধতা
আমাকে চঞ্চল করেছে
কিন্তু—
অভূতপূর্ব স্থির হয়ে আছে
নিজে।
নিজেকে মূর্খ আর
অবিশ্বাসী মনে হল -
যার চোখদুটি -
বৃথা আলোর আশায়
ঘুরে মরে।

গোবিন্দলাল

গোপালপুরের গোবিন্দলাল
বলল সেদিন এসে
আমার খেঁদি করল বিয়ে
গত রাতের শেষে।

জামাই খানি মন্দ নয় হে -
নাই শুধু তার চোখ
পরানখানি বুঝি সাদা
আছে ভীষণ রোখ।

শরীরটা তার খারাপ নহে
তবু নাই বা বলি ভালো,
জামাটা তার খুলতে মানা
যখন থাকে আলো।

আয় ব্যয়ের হিসেবটা তার
জানেন আপন পিতা,
আমার মেয়ে হবে সেথায়
কলি যুগের সীতা।

মাখন বাবু রসিক ভারি
বলল হেসে একগাল,
যতই তুমি গপ্পো শোনাও
এটাই তোমার নতুন চাল।

বিয়ে দেওয়ার খরচটুকু
বাঁচিয়ে দিলে এই ফাঁকে,
চার তলাতে ঘর তুলবে
না হয় কাঁদলে দুবার ওই নাকে।

ছেলেটি যে আমার জানা
ছাত্র ছিল স্কুলের ,
হঠাৎ সেদিন প্রশ্ন করি
পাহাড় ভেঙে ভুলের।

একটা প্রাণীর নাম কর হে
মেরুদন্ড যার নাই,
চতুর ছেলে উত্তর দিলে—
‘‘মাষ্টার মশাই’’।

রামু চাচার গোঁফ

বললেই হয়ে যায়
বলাটাই হয় নি,
শুনলেই হয়ে যায়
শোনাটাই হয় নি।

এই হল রামু কাকা
'চাচা' বলি যাহারে,
আবেগেতে গলে যায়
বসলেই আহারে।

হাতে পায়ে চঞ্চল
ব্যাস্ততা নাই তার,
শুনলেই কাজখানি
ভুলে যায় বার বার।

যদিই বা ভূল করে
বোঝা হল কাজটা,
দিয়ে ওঠে হুঙ্কার
পাকাইয়া গোঁফটা।

মুখটিপে হাসলেই
ক্ষেপে ওঠে তখনই,
ছুটে এসে বলে ওঠে
কেন গোঁফ রাখনি?

সেদিনের সন্ধ্যায়
দেখি এসে চাচাকে,
মৃত্যুই শ্রেয় তার
কি বা আশা বাঁচাতে?
মরে গেলে বধূ মোর
সহিবো সে শোকটা,
শেষে কি না হারালাম
প্রিয় মোর গোঁফটা?

বিবেক

জীবনকে যখন থেকে চিনেছি
তোমাকেই খুঁজেছি।
চলেছি অনন্তে -
সীমাহীন দিগন্তে।

পাওয়া - বা না পাওয়ার আশা
যখন শেষ - ঠিক তখনই
বিষন্ন ঘাসের মুখে এক বিন্দু শিশির।
তোমাকেই -
আমি তোমাকেই আকণ্ঠ পান করবো
অমৃত বা বিষ যা দেবে
দুহাত ভরে নেব।

তোমার সর্বাঙ্গে প্রেম এঁকে
মাতাল হবো।

অস্তমিত সূর্যের পায়ে
মুখ থুবড়ে পড়ে পৃথিবী।

তোমাকে-
তোমাকেই ভালবেসে চিনলাম—
চিনলাম নিজেকে।

কিছুক্ষণ

জেগে থাকো
জেগে থাকো - রাত্রির সাথে
অজানার অন্তে -
চেয়ে থাকো - দিগন্তের পথে।

কিছু চাওয়া -
কিছু পাওয়া - আর কিছু আশা,
ক্ষনে ক্ষনে
মুছে যাওয়া বালির আঁচল -
ফেলে আশা
কিছু স্মৃতি, অবিরল হাতছানি
গুমরে গুমরে মরে - শত শ্রম, শত গ্লানি।

জেগে থাকো -
শুধু জেগে থাকো সুখের আশায় -
যেখানে অনন্ত অভিশাপ, চোখের তারায়।

জেগে থাকো -
জেগে থাকো সুখের আশায় -
এসো কাছে, যাও দূরে -
জলোচ্ছাস সহস্র -শত।

তবু জেগে থাকো—
জেগে থাকো অসীমের পানে,
দিশাহীন, শিখাহীন
উৎসসৃত গানে।

আমি ও কল্পনা

আমি কোনো সৃষ্টি বা স্রষ্টা নই
নই কোনো কবিতার লাইন,
আমি কোনো ব্যাথা নই
নই কোনো প্রান্তর বেদুইন।

আমি কোনো মাটি নই
নই কোনো শিল্পীর পট্,
না আছে পরিচয়
নই কোনো অশ্বত্থ বা বট্।

আমি কোনো পাহাড়ের চূড়া নই
নই কোনো ঝরনার জল,
সাগরের কাছে মোর
নেই কোনো তলের অতল।

আমি কোনো শকুন নই
নেই কোনো চিলের দৃষ্টি,
আছে বা না আছে
নেশা ও নিশির সৃষ্টি।

আমি কোনো পতঙ্গ নই
নেই কোনো ছন্দ,
না আছে রঙিন ডানা
সুমধুর গন্ধ।

আমি কোনো বেদুইন নই
নেই কোনো মরুদ্যান,
না আছে তৃষ্ণা
ও কল্পিত সন্ধান।

মৃত্যু একটা শব্দ

বিষন্ন শুন্যতা মগ্ন নীহারিকা
উদ্ভাসিত আধো ছায়া পথ
সপ্তর্ষির গতিরেখা।

উচ্ছসিত মোহ ঘেরা প্রাণ
বিলুপ্ত হয়েছে তৃষ্ণা
আলো আর আলেয়ায় সংকলিত গান।

সময় ও সংস্কার মেখে বেঁচে থাকা
প্রশান্তি - প্রশস্তির ঠিকানা,
আছে বা না আছে রামধনু
স্থিতি ও ব্যস্ততা বাঁকা।

নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে
ক্ষয়িত এক শব,
মিশে যায় ধূসর আকাশে
যেখানে ব্যস্ততা নেই
শুধুই অবকাশ।

নিঃস্তব্ধ নিঝুম জীবন প্রান্তর
মৃত্যু লগ্নী মোহের মোক্ষনে
থেমে যায়
থেমে যায় কান্না
শুধু কান্নায়।

মৃত্যু

বৃথা এনেছো মনে ভয়
এ যে শৌর্যের অপচয়
মৃত্যু - সে যে মহাশূন্য।

কান পেতে শোনো দূরে
দিগন্ত রাগিনীর সুরে
জেগে ওঠে মৃত্যু মহাশূন্য।

ক্লান্তিতে জেগে থাকা তনু
অস্তিত্ব বিশ্রামে ছিনু
মৃত্যু সে এক নিস্তব্ধ।

শত বৈচিত্রের মাঝে
হাট ভেঙে যায় সাঁঝে
কথা কয় মৃত্যু - নিস্তব্ধ।

পথিক ক্লান্ত পায়
ফিরিবার পথ চায়
মৃত্যু এ সে নিঃশব্দ চরন ধ্বনি।

অসীমের পথে তার দেহহীন সংলাপ
খোঁজে হারানো পরিচয়, রিক্ত বিলাপ
মৃত্যু এ মধুময় মিলন ধ্বনি।

এ যে রহস্য, চিরন্তন খেলা
অচিন্ত বিষয় - না মানে শৃঙ্খলা
মৃত্যু এ যে অখন্ড আলোর রেশ।
শুরু হয় শেষ থেকে
নির্বাক রেখা এঁকে
মৃত্যু সে তো জীবনের শেষ।

ব্যতিক্রম

ঘুমায় ওরা সবাই জেগে
কাঁদে হাসির ছলে
হারবে শেষে জেতার নেশায়
ডুববে অতলে।

বিধির বিধান মানবে না আর
সাথীর সাথে খেলা
বীজগুলো সব করবে বপন
সাঙ্গ হলে বেলা।

লাল সিঁথিতে নেইকো সিঁদুর
স্বর্গসুখের ধাম,
সুখের পসার সাজিয়ে নিয়ে
সৃষ্টি অবিরাম।

প্রতিচ্ছবি

আজকে থেকে অনেক দিনের পরে
যেদিন আমি রইবো না আর ঘরে ,
আলোর থেকে অন্য আলোর ঘর
সবুজ থেকে অন্য সবুজ চর।

সেদিন বসে দেখবে ছবি তার
কাজের ফাঁকে হয়ত রবিবার,
নামের সাথে নামের পরিচয়
চেনা মুখের অচেনা বিস্ময়।

কেউ বা খুলে পড়বে কোন লেখা
শতেক যুগের প্রথম কোনো দেখা
হয়েই ছিল নতুন করে কেউ
সৃষ্টিছাড়ার সংকলনের ঢেউ।

আমি যদি আমার মত ভাবি
পাল্টে গেছে পাল্টে যাওয়ার রূপ,
সবের কাছে খুঁজবো সকল পাওয়া
ছবির পাশে জ্বলবে কত ধূপ।

তুমি যখন আমার মতন হবে
আমার মত পড়বে মাথার চুল,
ছুটবে সবাই কইবে যখন কথা
হতেই পারে চিনতে কোন ভুল।

ছবির তখন অনেক অনেক কাল
জমবে যত পরিষ্কারের ধুলো,
মনের ভিতর আলো মাখা আঁধার
গুমরে মরে অকাল স্মৃতিগুলো।

নামের সাথে নামের পরিচয়।
চেনা মুখের অচেনা বিস্ময়।
ছবির যখন কাঁচের সাথে বাস
মেটায় যত অচিন আশ্বাস,
কেউ বা ভাবে আবেগ নিয়ে কাছে
কারুর যেন নগ্ন বিশ্বাস।

তবুও যেন লাগছে ভারি বেশ
সময় যেন লুকিয়ে বলে
তোমারি অবশেষ।

আমার কিছু ছিল কিনা এটাই সংশয়
অনেক ভেবে হারিয়ে পেলাম কালের দিগ্বিজয়,
নামের সাথে নামের পরিচয়
চেনা মুখের অচেনা বিস্ময়।

বিক্ষিপ্ত

আমার প্রশ্নের অন্তিম লগ্নে
একরাশ এলোমেলো হাওয়া আসে
আসে এক বিষাক্ত বাতাসের স্রোত
সব কিছু হারিয়ে যাওয়া পরিচয়,
বিনিদ্র রাত্রির প্রচ্ছন্ন সংশয়।

কিছু আশা নিয়েই পথ চলা
শুরু হয় পাহাড়ি জমির বিবর্ণ ঘাসের উপর
যার বিবর্ণতা মনকে করে দুর্বল
অবহেলিত লতানো গাছের মত
অদ্ভুত ও অসংগত।

জীবনের প্রান্তে যখন পথ চলা শেষ
হয় পশ্চিম দিগন্তের রক্ত স্নানে,
নিজেকে ক্লান্ত মৃতপ্রায় জীবাস্ম ভেবেই
শেষের হাঁসি,
শঙ্খচিলের পাখায় ভেসে
সকরুন বাঁশী।
মৃত্যুঞ্জয়ী হাসি
জীবন প্রবাসী।

কল্পনার কাননে সূর্য

সকাল থেকেই তোমাকে দেখছি
বলার অবসর নেই যেন
বিষন্ন একরাশ দুর্ভাবনা
গ্রাস করে ফেলছে আনন্দের ডালিটাকে।

তোমার গম্ভীর অতৃপ্ত দৃষ্টি
বারবার চিন্তায় ফেলেছে
কেন জানি না।
জানি না বলেই আমরা সবাই
অধীর আগ্রহে ভাবছি
কী? তাও জানিনা।

মনে পড়েছে
সূর্য যখন মাথার ওপর দাঁড়িয়ে
তখন তুমি হেসেছিলে
ক্ষনিকের জন্য,
তাও কেন জানি না
জানি না বলেই আমরা সবাই
অধীর আগ্রহে।

ভয় হচ্ছিল - নিস্তেজ ভাবমুর্তি
তোমাকে কাঁদায়,
আবার কাঁদলে তুমি হাসবেই
মন বলছে
তুমি আনন্দে ভাসবেই।

আমার ভয় হয় লাল আভাতে
লাল আভা তোমাকে যেন
ঘুমের আশ্বাস দেয়।

তুমি ঘুমালে আমরা সবাই যেন

বোবা হয়ে যাই,
নিস্তেজ ক্লান্ত দেহটা
পরিশ্রান্তের ভাবনায়।

আমি তোমার জন্য অপেক্ষাতে ,
হয় হাসিমুখ
না হয় অশ্রু
আমার কাছে আনন্দ অশ্রু।

তোমাকে দেখবো বলেই
ভাবছি,
অনেক কিছু
জমে থাকা ব্যথা ,
আনন্দের ডালি নিয়ে
তুমি হাসবে বলেই
আমার আনন্দ,
আনন্দের অশ্রু
আমার জীবন
জীবনানন্দ।

চাওয়া - পাওয়া

আমাকে ফিরিয়ে দাও
সেই অরন্য,
যেখানে নগ্নতা
শালীনতাকে নষ্ট করে না।
যেখানে উন্মাদনা-
প্রজন্মের কাছে দিশা আনে
আনে নতুন তোরণ।

যেখানে খাবার জন্য
পশু ও পশুত্বের বিভেদ রাখে
রাখে নিস্তব্ধতা
পরস্পরকে আলিঙ্গনের জন্য।

আমাকে ফিরিয়ে দাও
সেই অরণ্য -
যেখানে চাতকের ডাকে
আকাশে জমে মেঘ,
দাবানলে পুড়ে যায়
কত কিছু
নতুন সৃষ্টির আশায়।

শুধু শান্ত প্রকৃতির কোলে
আমরা সবাই
ঘুমিয়ে পড়ি
অবচেতন মনে হারিয়ে ফেলি
নিজেকে।
যখন ফিরে আসে চেতনা -
আমরা সবাই আলাদা
শান্ত প্রকৃতি
স্নিগ্ধ রূপ -
অসম্পূর্ণ তবুও অপরূপ।

নিঃস্তব্ধ - নিঃসঙ্গ রাতে
চির নিদ্রায় শিশু
মায়ের কোলে -
বিনম্র মিনতি তোলে
নির্বাক বিশ্ব
তবুও - অপরূপ।

কল্পনার - মায়াজাল

তোমাকে দেখেছি আমি কখনো -
নিশুতি রাতের - উজ্জ্বল তারায়,
জেগে থাকা - এক রাশ কুহকের ডাকে
হয়তো বা
পাহাড়ী নদীর কোনো -
বিষন্ন বাঁকে।
যেখানে
হারিয়ে যায় সবাই
মন নিয়ে
কোনো এক কল্পিত দৃষ্টিতে
অতৃপ্ত সৃষ্টিতে।

তোমাকে দেখেছি আমি কোনো এক দিন
উজ্জ্বল আকাশে - সকালের স্নিগ্ধতায়
যখন কোকিলের - কুহুতে হয় শিহরন
হয়তো,
কোনো এক ছাতিমের ছায়ায়
এক রাশ চিন্তা - বিষন্ন আক্ষেপে
শেষ হয় সংকল্পের।
মুক্ত তুমি - মুক্তির আনন্দে
কোনো এক সৃষ্টির বৃষ্টিতে।

ক্রমশ -
তোমাকে দেখেছি আমি - কোনো এক
গোধূলির ম্লান আলোতে,
অবসন্ন মন, পরিশ্রান্ত দেহের
আনুসঙ্গিক - আক্ষেপে
ক্লান্ত চোখের - দীপ্ত চাহনীতে,

তুমি খুঁজছিলে - যা
হারিয়ে দিয়েছো - অনাদরে।

কিছু চাইলেও পাবে না আর,
আর, পাবে না বলেই চেয়েছিলে -
এক পাত্র অমৃত
যা -
আকণ্ঠ বিষের চেয়েও—
বিষাক্ত।
নিজেকে কোরো না আসক্ত।
হও - মৃত্যুঞ্জয়ী - বীর
করো মননের দ্বার উন্মুক্ত,
সদর্পে বলো
আমি নিজেকেই চাই - ''হারাতে''।

অনন্ত শূন্য

কত পাখি উড়ে যায়
প্রান্ত থেকে - প্রান্তরে
তবু - মনটা পরে থাকে বনে।

কত কথা বলে যায়
না বলা কথা - ফিরে ফিরে আসে
বাতাসের কানে কানে।

কত স্বপ্ন আশা জাগায়
আশায় বাঁধে ঘর,
সাধেরও কবিতা ও গানে।

কত কথা কবিতায় আসে
আসে দুঃখেরও আঙিনায়
মনেরও আলাপনে
কত কিছু যায় আসে,
কত পাপ বাসা বাঁধে মনে
মনেরও সঙ্গোপনে।

কত ছবি - ছবি হয়ে যায়
অনন্ত শূন্যে
ডানা মেলে নির্লজ্জ আত্মহননে।

কে তুমি

কে তুমি
তোমার অস্তিত্বই বা কী?
কী বা তোমার চাওয়া,
কোথাও যেন হারিয়ে যাওয়া।
নতুনের তালে তালে -
নীল লোহিতের আঁচলে।
তুমি কি -
তপ্ত বালুকণা?
নগ্ন পায়ে দলিত করে আশা
এক - স্থির দৃষ্টি?
না তুমি -
সাদা মেঘের আড়ালে
লুকিয়ে থাকা
শেষ শ্রাবণের
স্নিগ্ধ বৃষ্টি।
তোমাকে যখন দেখি
আবার নতুন করে ভাবি!
সমস্যার সমাধান
না, না পাওয়ার যন্ত্রনায়
অদ্ভুত স্থির তুমি
এও সৃষ্টি।
কখনও তুমি
সতী - সাবিত্রী -
কখনও বা মা যশোদা -
আবার কখনও তুমি বীরাঙ্গনা -
রানী লক্ষীবাঈ -
কখন আবার কৃষ্ণ প্রেমে পাগল
কথায় যেন মুখমিষ্টি।
আমি তোমাকে দেখেছি
সূর্যের সাদা আলোয়

সমুদ্রের দলিত বালির -
প্রতিফলনে,
তোমার উদাস ভগ্ন মনে
আত্মিক আকাশ ভরে
তোমারই তৃষিত গানে।
এও সৃষ্টি -
আমি অবাক চোখে তাকাই
ফিরে ফিরে -
মায়াবী আবেশ
নিয়েছে ঘিরে
পাহাড়ী নদীর তীরে।
তুমি আজও
হলে অধরা -
অতৃপ্ত স্বপ্নের ভীড়ে।

স্বপ্ন সংকলন

ঘুমটা ভেঙে গেল -
চোখটা খুলতেই -
ইচ্ছা হচ্ছিল না -
একটা সুন্দর স্বপ্ন -
আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।
মনে হল -
আমার বিভ্রান্তিকে
কেউ বিদ্রুপ করছে,
অতীতের বাস্তবতাকে
সামনে রেখে।
কালো পর্দা সরাতেই
দেখি-
এক অদ্ভুত আকর্ষন,
শৃঙ্খলিত নৈস্বর্গিক চুম্বন,
এক রাশ জোৎস্না গায়ে মেখে—
লজ্জা হচ্ছিল আমার।
স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য
সব—
মিলেমিশে একাকার।
যখন খুঁজে ফিরি প্রবালদ্বীপ
ঘুমন্ত পাহাড়ে,
উন্মত্ত উদ্যমে ,
পবিত্র স্পন্দিত আবগে।
তুমি একান্তে বসে
করছিলে প্রার্থনা,
সামনে শুধু নগ্ন বসুন্ধরা,
চাওয়া পাওয়া
সবই অধরা।
তুমি যখন হারিয়ে গেলে
নিজেই
অমৃত সুধা - করলে পান একান্তে
নিজ ব্যাপ্তি -

মগ্ন আপনে
আপন দিগন্তে।
এক ঝোড়ো আবেশ
মাতাল বাতাসকে
সাক্ষী রাখে
সু-জাত মিলন বন্দনায়
আবর্তের আত্মিক শাঁখে,
ভাবি -
''স্বপ্নের চেয়েও দামি
এমন মিলন''
শব্দহীন আলাপন।
তার স্নিগ্ধতা -
আমাকে চঞ্চল করছে
বিমুগ্ধ নিষ্ঠায়।
কিন্তু
অদ্ভুত স্থির হয়ে আছে নিজে
আপনাকে জয়ের আশায়।
আমি শিখেছি অনেক কিছু
নীল থেকে নীলাদ্রি
ফাগুনের উজ্জীবিত গানে,
অন্তিম কামনা ঘেরা
অনন্তের স্তব্ধ আহ্বানে।
প্রস্ফুটিত চেতনার সংযমে
আমাদের অনন্ত প্রাণে
ফাগুনের উজ্জীবিত গানে।
নিজেকে মূর্খ আর
অবিশ্বাসী মনে হল—
যার চোখ দুটি
বৃথায় আলোর আশায়
ঘুরে মরে।

শব্দের মৃত্যু

আমাদের জীবন সংশয় —
তোমরা —
যারা আমাদের নিয়ে
করছো
পরীক্ষা -নিরীক্ষা।
এ যে -
শব্দের লুকোচুরি
শব্দেরই প্রতীক্ষা।
শুধু যারা কবি
তাদেরই দক্ষতায়
হবে আমাদের
জীবনাবসান।
তোমাদের শিক্ষা
আমাদের নিয়ে হবে হেনস্থা,
শুধু অবহেলা—
আমরা চাই বাঁচতে,
নিয়ে আপন সংস্কৃতি
শব্দের অলঙ্কার
হোক শব্দেরই দীক্ষা।

অবয়ব

সারা গায়ে
মেখেছি আলো -
আলো আর আলেয়ার
মাঝামাঝি কোনো মরুতটে
গুমরে গুমরে মরে
এক অভিশাপ।
এই অভিশাপের কালো ছায়ায়
যাকে দেখলাম
সে-তো মানুষ নয় - !
আলো মাখা এক অবয়ব।
আমি ভয় পেয়েছিলাম
ভাবলাম -
সে-তো একটা মানুষ নয়
শুধু অবয়ব।
সে-তো মানুষের মত
হিংস্র হতে পারে না -
আর পারে না বলেই
মানুষ ভয় দেখায়
হয়ে অবয়ব।

পড়ে থাকা চিঠি

ডাক্ বিলি -
হয়েছে শেষ -
হয়েছে - জীবনের টানে -
একটা - চিঠি
আজও হয়নি বিলি -
সঙ্গে আছে -
আজও মেলেনি
তার মানে।
সাদা কাগজে
আছে লেখা
মনেরই কথা
সুপ্ত ব্যথা
জ্বলন্ত ইচ্ছার - অনুভূতি।
হায় -
ঠিকানা -
'দাদুর বাড়ী - নদীর ধার'
অনেক চেষ্টায় করেছি
ডাক বিলি,
জীবনের মানে।
শুধু একটিই চিঠি
আজও আমায় টানে।
খুঁজি জীবনের মানে-
ঠিকানা-
'দাদুর বাড়ী - নদীর ধার'
ফিরে আসে বারে বার।
এ কোনো নিষ্পাপ শিশু -
জেনেছে সে
আসবে তার দাদু
কোনো এক দিন
সে এক ব্যাকুলতা -
শান্ত মনের চঞ্চলতা।

শব্দ - সারাংশ

যে শব্দ আমার ঘুম ভাঙায়
যে শব্দ আমাকে করে আলোকিত
আমি তাকেই দেখেছিলাম -
তার নিষ্পাপ দৃষ্টি -
তার অন্তহীন সৃষ্টি -
আলো আঁধারের সংকলন
ব্যাকুল আহ্বান।
অসহায় শব্দগুলো তাকিয়ে থাকে,
আমাদের পানে -
শক্তি আসক্তির টানে।
শব্দগুলো বড় অসহায়
নিজস্ব ঘর নেই,
নেই ঠাঁই
আমাদের ব্যবহারে
জাগে -
আবার ঘুমিয়ে পরে
রাত জাগা শিশুর মত।

অভিমূন্য

শান্ত অভিমূন্য—
ছোট্ট বিছানায় শুয়ে
কত কিছু ভাবে-
কখন যে হবে - একে থেকে দুয়ে
সময়ের ভার - শিল্পীর মন যায় ছুঁয়ে।
মেলেনি - হিসেব
মেলেনি - স্বপ্ন
সে করে নিজেকেই প্রশ্ন!
একটা দেহ -
কতগুলো তার মন -
আর মন ও মননের যুদ্ধে
ক্ষত বিক্ষত হয় সত্ত্বা।
প্রকাশ পায় কিছু দানব
কিছু কলঙ্কিত প্রথা।
যা বোঝায় যুদ্ধের ঐতিহ্য।
প্রশ্নটা ঠিক কী!
আজও অস্পষ্ট
আজও বিভ্রান্তির বাণী।
আমি বিশ্বাস করি নিজেকে
নিজের মনকে সামনে রেখে
ওঠে ঝড়, হয় প্রলয়
শ্রান্ত পৃথিবীর
পরিশ্রান্ত পদক্ষেপকে
ছাপিয়ে যায় স্বাতন্ত্র্য।
বিবস্ত্র মনের -
ব্যাকুলতার মন্ত্র।
ভালো থাকার বাণী।
নির্বন্ধ গ্রাহনী।

শুধু তোমাকে

তোমাকে দেখিনি আমি
সুর মেখেছি সারা গায়ে,
এঁকেছি প্রেমের নামাবলি
ঝুঁমুর দিয়েছি মোর পায়ে।
তোমায় বেসেছি ভালো
তোমারই ওই সুরে,
তোমাকে দেখেছি কাছে
জানি তুমিই আছো দূরে।
তোমায় দিয়েছি মন
মনেরও সংগোপনে।
সাঁঝের আকাশ সাজে
ভাবি আমি শুধু আনমনে।
তোমারে চেয়েছি একা
স্বার্থেরও সংসারে
মনই জানে মনেরও ব্যথা
জীবন ভিক্ষা - ফিরি দ্বারে দ্বারে।

কাল্পনিক

আমি ----
আমি রাত্রির খোঁজে
আকাশ পানে চেয়েছিলাম -
কিন্তু হায় -
পুর্ণিমা এসে গেলো।
কে - কতো সুন্দরী
বোঝা প্রায় দুষ্কর
একজন আমার কাছে
একজন আমার মনের কাছে।
যায় হারিয়ে,
দুহাত বাড়িয়ে
আবেগ ছড়িয়ে
করে জয়
যত সংশয়
আছে এইটুকু
অকুতোভয়।

নির্বাক যন্ত্রনা

আমি খুঁজেছি - আমাকে
অন্তরে - বাহিরে
জীর্ন শরীরের অন্তঃসারে,
উত্তপ্ত কোষের
উদ্‌ভ্রান্ত অনুতে।
মিলিতে -মিলাতে
তপ্ত বালুতে
খুঁজেছি - কাহারে।
যেখানে হারাতে চায়
হারানো কিছু স্মৃতি
নিস্তব্ধ ভালোবাসায়
ভাসে বিস্মৃতি।
কোনো এক অন্তরীন,
অনুধাবন
আমার আনে উন্মাদনা।
ভাবের প্রকাশ
এক নির্বাক যন্ত্রনা।
জীবন যেখানে শুরু
জীবন যেখানে শেষ
প্রহরের আগে ও পরে
হবে শেষ - বিদ্বেষ।
সূর্য ডুবেছে আজ
দেহে ও মনে
ব্যথিত নয়নে -
স্বপ্ন জাগিছে দূরে
বেলা শেষে
শতাব্দীর আগমনে।
শব্দ হারায়ে যায়
হারায় ব্যাকুলতায়
মনেরও সঙ্গোপনে।

সঁপেছি যত কিছু
যা ছিল অবহেলা নিয়ে
নীরব নিশুতি
প্রশান্তির -চরনে।
যাবো আমি হারায়ে
দুহাত বাড়ায়ে—
ডেকো না - আমায়
দূরে জীবন নীড়ে।
অস্তিত্বরে কোরো না হীন
এ এক অমোঘ শক্তির সৃষ্টি
কী বা কৃতি - কী বা ঋণ।

অজানা সংকোচ

অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে
আকাশের সামিয়ানা যেন ফুটো হয়েছে,
সবাই - অফিস ছেড়ে রাস্তায়,
আমিও।
হঠাৎ একটা ফোন পেলাম
আমরা এক বন্ধু -
আমাকে দেবে লিফ্‌ট
ভেবে এটা বুঝে নিলাম
এটাই আমার বার্থডে গিফ্‌ট।
একটু পরেই -
''রাহুল ও অজন্তা'' -
'গাড়ী বন্দী' -
এটাই কি ছিল ফন্দি?
জল জমা রাস্তা -
বিদ্যুতের ঝলকানি
কাঁচের উপর
আছড়ে পড়া বৃষ্টি
মন্দ বা ভালোর
অমলিন সৃষ্টি।
'অজন্তা' কিছু একটা ভাবছিল
আনমনে বসে
'রাহুলও' সামনে তাকিয়ে
দেখছিল অন্য কিছু,
মনের জগতে -
ভাবাটাই যেন বোকা।
কড় কড় করে বাজ পড়তেই
'অজন্তা' হাত বাড়িয়েছিল
মনেরই অজান্তে
'রাহুল' - আড়ষ্ঠ হয়ে
অন্য প্রান্তে-।
কারো মুখে কথা নেই

কিন্তু - ওরা তো বন্ধু!
মনের প্রান্তরে যদি
একটাই প্রশ্ন হয়
মনের আড়ষ্ঠতা
কেন?
কেনই বা সংকোচ?
বছর খানেক আগে
দুজনেই ছিল
সাবলীল।
আজ কেন এই
লজ্জা?
'অজন্তা' এখন একা নয়
তার যে সঙ্গী - সে তো
উন্মত্ত স্রোতের মত চলমান -
আর অজন্তা - একা শুয়ে কাঁদে।
'রাহুল' - এখনও একা
চলে গেছে অজন্তা
তারই অজান্তে।
সংকোচ - 'রাহুলের' জন্যই
সংশয় তাকে টানে,
পরিষ্কার আলোতে
সে জানে -
সংকল্পের মানে।
হটাৎই ড্রাইভার বলে -
'বাবু বেহালা চৌরাস্তা'।
'অজন্তাকে' নেমে যেতে হবে
ইচ্ছে ও অনিচ্ছার
সন্ধিক্ষনে।
দুজনে তাকায়
আকাশ পানে
আলতো মনের
সঙ্গোপনে।

ছোট্ট সময়ের
ছোট্ট সংলাপ
তবু বড় আশা
রাহুল বলেই ফেলে
‘‘চল্ না - আবার -
একটু ঘুরে আসি’’
‘অজন্তা’ বলে -
‘‘লোকে দেখে নেবে’’
আজ তো একা নই
আবার অপেক্ষা
এক বৃষ্টি ঘেরা -
এক সন্ধ্যে - এক রাত্রি -
আমরা সবাই যাত্রি
সময় ও অসময়ের
সাক্ষী।

বিশ্বাসভঙ্গ

হেমন্তে ২৬টা রাগ
দেখে ফেলেছি,
১৬টা রাগ ছিলো
না বোঝার বাঁশীতে।
কিন্তু পরেরগুলো
আমাকে জানিয়েছে—
চিনতে মানুষ
চিনতে বন্ধু
বুঝতে -বিশ্বাস।
তুমি - হ্যাঁ তুমি যখন
বাড়ালে হাত - বন্ধু বোলে
অনেক বন্ধুকে দিয়েছি
জলাঞ্জলি -
শুধু বন্ধুত্বটাকে
বজায় রাখতে।
বিশ্বাস আমাকে দিয়েছে
বিশ্বাস ভঙ্গের স্বপ্ন,
বন্ধু দিয়েছে বন্ধুর পথ চলা।
কেন জানিনা
তোমার স্নিগ্ধ হাসি
আমাকে করেছে প্রর্যুদস্ত
সত্ত্বাকে করেছে নিঃসঙ্গ।
যেদিন নিজেকে পেলাম ফিরে
রুদ্ধশ্বাস জানালো - বিক্ষিপ্ত মন,
বিবস্ত্র স্বপ্নগুলো মরীচিকার মত বাস্তব
সেদিন তোমাকে চিনলাম নতুন করে।
তোমরা যারা - নারীদের দুর্বলতাকে
নিয়ে করো খেলা
করো চিরন্তন, অবহেলা
তোমরা জেনে রাখো -
‘‘তোমরা সবাই খেলার ঘরে আবদ্ধ

কাল তোমাকেও করবে গ্রাস
অভিশপ্ত পরাজয়
অহঙ্কার মুছে দেবে
প্রলয়।”
শুধু সময়ের প্রতীক্ষা
এক অন্তরীন দীক্ষা
মন ও মননের শিক্ষা।
তোমরা যারা নিজেদের
প্রমান করো -
‘‘অহঙ্কারের বাস্তবে”
তোমরা জেনে রাখো-
সব কিছু গ্রাস করে ‘সময়’
কোনো স্বপ্ন - সময়কে
অতিক্রম করে না -
সময়ের সন্ধিক্ষনে -
স্বপগুলো শুধু ছুঁয়ে যায়,
স্বপ্নের বাস্তবতাকে
কাল্পনিক বিন্যাস দিতে।

সে লজ্জা

দাও সে লজ্জা
ফিরিয়ে আমাকে
আমার বিশ্বাসে, মগ্ন আপনে
সামনে দাঁড়াও
তৃষিত নয়নে।
হে লজ্জা -তুমি এসো
আমারও প্রাণে।

শান্ত রাত্রির অশান্ত বাতাসও
বয়ে চলে —
গায়ের স্পর্শ
খুঁজে আনতে পারে
লুকানো বিশ্বাস।
সংকীর্ন প্রতিশ্রুতি
তোমার গানে -
ব্যথা দেয়
আমারও প্রাণে।
দাও ফিরিয়ে দাও
সে লজ্জা
আমারও মনে।

দিগন্ত

পবিত্রতা চেয়েছিলে মাত্র
যা পারিনি দিতে,
চেয়েছিলে আশ্বাস
তাও - দেওয়া হল না।
বৈষম্যের দাবানলে
তুমি বিদগ্ধ—ক্লান্ত।

যেদিন মনে হল -
তোমাকে আশ্বস্ত করা যায়
তোমারি কাছে গেলাম।
সাদা কাপড়ে তোমার শরীর ঢাকা,
তুমি নিষ্পাপ দৃষ্টিতে দেখছিলে
উন্নত সমাজের সামাজিকতা।

তোমার অনুরাগে রাখা ছিল
সাংকেতিক গভীর অরণ্য,
তোমার চঞ্চল চোখে তখনও জেগে ছিল
মুক্ত জঙ্গলের এক উদভ্রান্ত হরিণ শিশু।
পড়ন্ত বেলার সব আলো নিঙরে
চলে গেলে,
আমাকে করে মুক্ত
আশ্বস্ত।
এটা তোমারই উদারতা,
উদভ্রান্ত মনের সংলাপ ও সংকীর্ণতা।

আত্মস্থ

আমি বারবার হেরে যাই
অসংলগ্ন মানসিকতার কাছে।
যেখানে বেঁচে থাকে
এক আদিম প্রবৃত্তি,
পাপ, ঘৃনা, নগ্নতা —
একই সাথে করে নৃত্য।
বুকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে
এক ভয়াবহ বিষ
যা-
'সৃষ্টিকে ধ্বংসে পরিণত করে —
আর
ধ্বংসকে পাল্টে দেয় ইতিহাসে'
কারণ
''মৃত্যুর পর কোন যুদ্ধ হয় না
হয় ইতিহাস-
জড় পদার্থের ভালোবাসার কথা।''

সর্বত্র হিংসা
শুধু ভিন্ন চেহারায়।
রক্তাক্ত পৃথিবীর —
রক্ত বিন্দু থেকে তৈরী,
বিভিন্ন অবিচ্ছিন্ন জীবন
যেখানে অন্ধকার রাতেও
জোনাকী কোনো আলো জ্বালে না
নিজেকে বিপদ মুক্ত করতে।

নিজেদের লজ্জা নিবারণে
নিজেকেই লুকিয়ে রাখে
মানব অনুভূতির কল্যাণে।
কারন,
''মৃত্যুর পর কোনো যুদ্ধ হয় না
হয় ইতিহাস
জড় পদার্থের ভালবাসার কথা।''

জীবনের মরীচিকা

জীবন যখন খোঁজে
এক জীবনকে,
উদ্দাম পথ চলায়
পায়ে পায়ে
উদ্‌ভ্রান্ত - নিরাশায়।
নদীর বাঁকে -
এক ঝাঁক বক
বাঁধে বাসা
ফিরে পায় -ফিরে চায়
আশা।
স্বপ্নে ফুঁড়ে আসে -
''কংসের কংকাল''
এক রাশ নীরব অহংকার,
নিঃশব্দ হুঙ্কার
বাতাসে ভাসে
আজও
স্বপ্ন ফুঁড়ে আসে।

কোথাও যেন হারায়
সামঞ্জস্য।
কোথাও যেন দেখি
আতিশয্য।
ঠিক ভুলের লুকোচুরিতে
বিভ্রান্তি।

অমলিন - অশান্ত—
তবুও জীবন খোঁজে -
এক জীবনকে

নগ্ন বসুধারায়
উন্মত্ত - পিপাসার্ত হয়ে,
হয় দগ্ধ - শ্রীহীন।

ক্ষনিকের - আলো
আলেয়ার মত হারায়
আকাশে - বাতাসে
তবুও জীবন খোঁজে
এক জীবনকে।

নীহারিকা হয়ে চায়
কত কিছু
মুক্ত আলোয়
আলোর আবেশে
হায়-
তবুও জীবন খোঁজে
এক জীবনকে।

অনিয়ন্ত্রিত আবেগ

আমি সরে যাচ্ছি
আমার প্রতিচ্ছবি থেকে,
জায়গা করে নেব
অন্য এক প্রান্তরে
অস্তিত্ব আগলে রেখে।

তোমরা আমাকে খুঁজো না,
পাবে না,
তোমরা আমাকে ভাবো
আমার ভাবনাকে ভাবাও
দেখবে, আমি আছি
তোমাদেরই - আপন ভেবে।

যখন আমি শরীরী ছিলাম
তোমরা ভাবতে আমার মত
এখন-আমি নেই শরীরে
তোমরা ভাবো তোমাদের মত
তোমাদের অন্ত গভীরে।

কিছু চাওয়া বা পাওয়ার
সীমানার প্রান্তরে হারিয়ে হারিয়ে খুঁজে পায়
জীবনের পরপার
জীবনের গতি।

যেখানে আলো - আঁধারিতে সব যেন
হারিয়ে যায় গহীনে —
শুধু পরিবর্তিত পরিবর্তনের অভিনন্দনে
নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছি
এক নতুন আলোয়, নতুন আবেগে

নতুনের খুঁজে পাওয়ার চাঞ্চল্য
সময়ের দোলাচলে -
সব আঁধার যাবে মুছে।
আমার প্রতিচ্ছবির ওপর আসবে
একরাশ কালো মেঘ
বৃষ্টি ঝরে পড়বে
অপর প্রান্তরে
গভীর অন্তরে
সময় সন্ধিক্ষণে।

অনুধাবন

একদিন, আমি জানতে চেয়েছিলাম
আমি - আমাকে,
ঘন অন্ধকারে পথ হারিয়েছিলাম
নক্ষত্রের চারপাশে।

অন্ধকারের অনুধাবনে ছিল ব্যাপ্তি
আঁধার আলোর শঙ্কাসে।
তুলনায় ছিল - পরিহাস
ব্যাপ্তির আলোড়নে
হারানো পথ
স্মৃতির গহন বনে।

যেদিন নিজেকে খুঁজে পেলাম
অন্ধকারের আলোতে
কত শতাব্দীর পথ চলা
নিভৃতে নিশীথে।

কত যন্ত্রণায় হারিয়েছে অস্তিত্ব
ঝড়ে যাওয়া কুঁড়ির মত,
কত স্বপ্ন হয়েছে কলঙ্কিত
পূর্ণিমার চাঁদের মত।

কোনো সংকল্পের কাছে জেনেছি
সংকলিত ভাবাবেশ
নিজেকে হারিয়েছি ফিরে পেতে
নিজেরই অস্তিত্ব।

যা ছিল
চরমের অবশেষ।

আমার অনুধাবনে -
আমি এক কীট, সূক্ষ্ম কণার মত
যার অস্তিত্বে আনে প্রশ্ন
সময়কে রাখে সাক্ষী
কাল হরণের মহারনে।

নক্ষত্র যেমন উজ্জ্বল
আঁধারে বা আলোতে,
সূক্ষ্ম জীবন দেয় আলো
প্রশান্তি আনে শুষ্ক মরুতে।

আমি জেনেছি
আলোতে যেমন আছে আঁধার
আঁধারেও আছে এক রাশ আলো
শুধু আলো-
প্রতীক্ষার পরিণামে।

জীবন আড্ডা

এও এক গল্প
চায়ের আড্ডায় বসে
কফি খাওয়া—
কেমন যেন বেমানান
কিন্তু কার কাছেই বা চাওয়া
শুধুই গুন গুন গান গাওয়া।

সবই যেন এক-এক-রকম
এক এক পন্ডিত
কম যায় না কেউ-ই
ভয় - হারতে হবে।
মানাটা খুব কষ্টের
আড্ডার মূল কারণটা
যেন-
আড্ডাটাই নষ্টের।

চা বা কফি
সঙ্গে ফ্রাই
মানিয়ে চলা খুব দুষ্কর
ভাবি আমি যাই
আলোচনা গভীরে
কে কত বড়
লড়াইটা তাই।

আড্ডা শেষ
তুলনা করা
সে তো বাতুলতা
কিন্তু পেলাম কী?

জীবনকে মৃত্যুর দিকে
না
মৃত্যুকে জীবনের প্রান্তে
আবাহন।

সংশয়

কিছু একটা ভাবছিলাম
দেখছিলাম অন্য কিছু
নিজের প্রতিচ্ছবিটা
বুঝিয়ে দিল -
(আমি) উদভ্রান্ত।
দেখা ও বোঝার সময়টা
অতিক্রান্ত।
সূর্যাস্তের করুণ মিনতি
নিয়ে এসেছে
দিগন্তের চক্রবালে।
নিজেকে ফিরে পেলাম -
অস্ফুট এক ধ্বনি
ভেসে এল -
''শান্ত হও
হও প্রানবন্ত
উজ্জ্বল প্রকৃতির মত
নিজেকে তৈরী কর
যথাযোগ্য।
সৎ হও
পূর্ন হও প্রাচুর্যে
গভীর হোক তোমার আকর্ষণ।
সংকট, মুক্ত হওয়ার নয়
মুক্ত কর সংকট বোধ;
পরিচিতি কেউ দেবে না
ছিনিয়ে নাও পরিচয়।
স্বীকৃতি তুমি পাবে না
স্বীকারোক্তি করিয়ে নাও''।
মনে হল মুক্ত বিহঙ্গীর
বিরহের সুর -

আড়ষ্ট পা দুটি
গতিশীল হল,
চুপিচুপি -
এগিয়ে গেলাম
সুর, সুগন্ধ আমাকে
জড়িয়ে ধরেছে -
শুনতে পেলাম
বাতাসের নিঃশব্দ করতালি
(বুঝলাম)
এই সেই আত্মা
আমার অভিসারিকা আত্মা।
যা দেখায়
প্রত্যক্ষের চরম স্বরূপ।

কে আমি

আমি মানুষ নই
বলেই -
মানুষের মতো বলতে পারি
আমি পাষাণ নই
বলেই -
তোমার জন্য ভাবতে পারি,
জেগে থাকতে পারি।
দুটি চোখে হৃৎস্পন্দন
থামতে দেখেও
ভয় পাই না
কারণ-
আমি মানুষ নই।

আমি মানুষ নই বলেই,
মা'র কণ্ঠস্বর বুঝতে পারি;
দুহাতে কাদা মেখে
ভুলতে পারি বুকের যন্ত্রনা।
আমি আত্মা বিহীন বলেই
আত্মাকে স্মরন করি
স্মরণ করি আত্মার স্পন্দন,
অনাথ শিশুর ক্রন্দন।

আমি মানুষ নই-
মানুষ নই বলেই
জীবনের সঙ্গে জীবিকাকে
আলাদা করে দেখতে পারি
মিথ্যা প্রলোভন ও অহঙ্কার থেকে
দূরে থাকতে পারি।
আমি মানুষ নই বলেই

প্রান খুলে হাসতে পারি,
বুকের কান্নাকে চেপে রেখে
নিজেকে প্রকাশ করি
মাতৃত্বের মত।

আমি মানুষ নই;
মানুষ নই বলেই
সব কিছু মানতে পারি,
জীবন ও মৃত্যুর পাশে
অবোধ শিল্পীর মত
হাঁটতে পারি।
ঠিক তাই .....
আমি শিল্পী নই
কারন,
আমি মানুষ নই।

পেয়ালা

ভালোবাসি বলেই
কাছে নিই—
কিন্তু অপবিত্রকে— পবিত্র করতেই
গরম জলে স্নান
এটাই বুঝি পবিত্র ও অপবিত্রের
মধ্যে ফারাক।
জোর করে কাছে টেনে
চুম্বন—
তারপর ছুড়ে ফেলা।
আবার কারুর স্পর্শ পেতে
স্নান—
এটাই জীবন—
এটাই বৈচিত্র্য বেলা।
হায়! পেয়ালা।।

উদাস

একটা কিন্তু আছে
আরো বিস্ময়।
উত্তরের বাতাসের কাছে
প্রশ্ন করা।
আবার আসে, ভাসে
কেমন যেন ছন্নছাড়া ভাব।
না অশান্ত নয়
কেউ বোঝে— কেউ বোঝে না
তবুও হাসে।
লাজুক মেঘগুলো
রাখতে পারে না
স্থির দৃষ্টি,
তবু যেতে হবে —
কেউ দেখে, কেউ দেখে না
তবু ভাসে।
নদীতে স্রোত
তবু দেখতে শান্ত,
যেন স্বপ্নে দেখা শিহরন
আছড়ে পড়ছে অবচেতন মনে।
চেয়েছি স্বপ্ন দেখতে
কিন্তু তার চেয়ে দামি
'স্বপ্নবোধ'।

আশা

সৃষ্টির অন্ধকার ফুঁড়ে উঠে এল যে আলো
যে আসছে, সেই ত্রাতা।
মৃত্যুর তরঙ্গের ওপর লাফিয়ে পড়ল
তার শুকনো পাখার লুকানো বাতাস,
ওটাই বুকে নিয়ে ভাসো
ক্লান্তিকে জায়গা দিও না।
ভেসে যাও - যাও।
স্বপ্ন হয়ে স্বপ্নের দেশে
পাবে আলো
পাবে নতুন দিগন্ত।

সময়

যদি দেখতে পাও বলে দিও
আমি অপেক্ষায় আছি।
যদি শুনতে পাও, খবর দিও
আমি অপেক্ষায় আছি।
অনন্ত নই
তবু ক্ষীণও নই
নই কোনোও কুয়াশায় ঢাকা
অস্তমিত চাঁদ।
আমার শোক নেই
নেই কোনো আশা
ধ্বনি নেই
নেই কোনো ব্যথা।
আমার নারী-পুরুষ নেই
বিভেদ নেই গন্ধের
ভয় নেই— নেই মৃত্যুর হাতছানি।
তবু অপেক্ষা—
কার জন্য?
আনন্দ পাওয়া,
না - দেওয়ার জন্য?
ভাবছি—।

উপলব্ধি

হে ব্রহ্ম,
ব্রাহ্মণ নেই, সঠিক চিন্তার অভাব
চারিদিকে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা,
অসংলগ্ন পরিবেশ, নেই কোনো সদ্ভাব।
তুমি তোমার ব্রহ্মাগ্নি প্রয়োগ করো —
প্রত্যেককে নিজের স্বত্ত্বা সম্বন্ধে সচেতন করো।
সমাজে আনো , ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাব।

হে সত্য,
সমাজের কাছে তুমি ঋনী
তোমার প্রচেষ্টাকে প্রকৃতির রূপ দাও-
আনো ন্যায়, করো অন্যায়কে দমন,
সহ্য করো পাশবিক অত্যাচার, সত্যের সন্ধানে,
প্রকাশ করো সত্যের আসল মহিমা —
তুমি জয়ী হবেই; হবে অসত্যের সমাপন।

হে জীবন,
তোমার সবুজের সত্ত্বাকে বিলিয়ে দাও —
সবার অন্তরে, সবাইকে বাঁচতে দাও
স্বাধীন ভাবে চেতনার সাথে উন্নত শিরে,
তোমার প্রাণোচ্ছল আবেগে সমাজকে করো আলোকিত,
প্রতিটি পাখির ছানা যেন
নিরাপদে ঘুমাতে পারে তার নীড়ে।

হে বিবেক,
তুমি জাগো— জাগাও আত্মার রূপ
সংকীর্ন মনকে মুছে ফেলো
ফেলে দাও সংশয় - গ্লানি
ধ্যানের মধ্য দিয়ে জেগে ওঠো
জাগাও অন্তরের আত্মাকে

যেখানে খুঁজে পাবে ব্রহ্মার স্বরূপ,
ছিঁড়ে দাও সংকীর্ণতার বন্ধন
সত্ত্বাকে করে তোলো অপরূপ।

হে কাল,
তুমি গড়ে তোলো বৈষম্য
তুমিই পুরুষ, তুমিই অদম্য,
তুমি আহ্বান করো — মৃত্যুর
যা বাস্তবতার চরম প্রতিশ্রুতি
তুমি দেব — তুমি দ্যুতি
কখনো অসহায়ের সহায়,
হে বিজয়ীর উল্লাস — তুমিই প্রলয়,
তুমিই সংশয়।

বহ্নি বৈচিত্র্য

আগুনের দিকে দেখছিলাম
গ্রাস করে ফেলছে সবকিছু
যেন পৈশাচিক আনন্দের
করতালি।
বিষাক্ত দেহটা পাল্টে ফেলছে
বাস্তব থেকে
বাস্তবতার আকাশে,
অশরীরী ভালবাসাগুলো
যন্ত্রনায় অবসন্ন,
ভীত অহঙ্কার
যবনিকার অন্তরালে।
নির্দয় বায়ুতে মিশে যচ্ছে
ক্ষোভ বিদ্বেষ,
মায়া, মমতা
সব কিছু নিঃশেষ।
অভিশপ্ত বাসনাগুলো
আগামী প্রজন্মের কাছে
মাথা ঠুকছে—
বাঁচার আশায়।
আগুনের কোনো ঘৃনা নেই
নেই পবিত্র গন্ধ,
তবু সে অতন্দ্র
রহস্যময়ী অবগুন্ঠন।
একরাশ অন্ধকার
পিষে মাড়তে চায়
আমার অস্তিত্ব
এ ও ছলনা
মায়ার দর্পণ।

প্রত্যাশা

আমি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত,
বহু পথ হেঁটেছি - ছুটেছি কত কাল
দিশা নেই, অন্ত নেই
নেই কোনো সকাল।

নেই কোনো ভোরের আলো
কোকিলের কুহুধ্বনি
শুধু আনন্ত শব্দ কানে বাজে
মরীচিকার মত, আমি দিন গুনি।

জল নেই, সবুজ পাতা নেই
নেই কোনো পরিশ্রুত ছবি,
ক্লান্তির ক্ষমা নেই, বাস্তবতার স্মৃতিটাও নেই,
মানুষের মনুষত্ব নেই - হায় কবি।

শব্দ শোনার মত কান নেই
দেখার মত চোখ নেই, শুধু উপলব্ধি
অজানার ছন্দ নেই, এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা নেই
বাঁচবো - ভাববো- মৃত্যু অব্ধি।

আমাকে কেউ খোঁজে না —
না - কেউ বোঝেও না
আমি ভাবি বাতাসের মত, যে গন্ধ মিলিয়ে যায়
কিন্তু চাইলেই পাবেনা।

সমস্যার সীমা নেই - ব্যথা আছে ক্ষত নেই
জল আছে - স্রোত নেই
সংকল্প আছে সতর্কতা নেই
বিশ্ব আছে - বিশ্বাসটাই নেই

প্রত্যাশার শেষ নেই।
আর, নেই বলেই বেঁচে আছে
এক রাশ অতৃপ্ত কূহক -
যার ব্যথার প্রকাশ নেই
ভালোবাসায় বিশ্বাস নেই
শান্তির অবকাশ নেই।
আলেয়ার মতো জ্বলে ওঠে
ক্ষনিকের আশা; তারপর —
নেই - নেই - নেই!
কোথায় যেন হারিয়ে গেল
পাওয়ার আগেই -
শুধু আবেগেই।

যখন শেষ হয় - তখন
শরীর টা জড় পদার্থ
ভাবতে কষ্ট হয়
আমি, তুমি, সবাই
কেমন যেন জড় হয়ে যাচ্ছি।
ক্ষমতা - বুদ্ধি
একটু একটু করে
নিঙরে নিচ্ছে - আবেগ
শুধুই আবেগেই
পড়ে থাকে প্রত্যাশা।

ভালো থেকো ভালোবাসা

ভালোবাসা হয় স্বপ্ন, নয় সঙ্গী
ভালোবাসা কোনো নাম নয়
নয় কোনো ভাষার রূপ ভেদ, সম্বোধন।
সে শুধু উপলব্ধি
মন ও মননের আলিঙ্গন।
তবু ভালো থেকো ভালোবাসা;
ভালোবাসা কোনো চায়ের কাপ বা
ফুচকার টক ঝাল নয়,
কফি হাউসের আত্মিক কথা
বইয়ের ভিতর এক টুকরো কাগজও নয়,
ভালোবাসা কোনোও নিস্তব্ধ দুপুর,
না সমুদ্র সৈকতে ভেজা বালি।
পাহাড়ি মেঘের স্পর্শ
না, কোনো মধু খোঁজা বিব্রত অলি
ভালোবাসা কোনো সিঁদুরের বন্ধন —
আগুনকে সাক্ষী মেনে, দানবের রূপ নয়।
কাজের ফাঁকে দেবতার পূজো
বা বাচ্চাকে মাতৃত্ব দেওয়া নয়।
ভালোবাসা না কোনো লোভ,
না , চাওয়া পাওয়া হিসাবের আভরন,
না , কোনো শর্ত বা বিষন্নতা
না , কোনো দাক্ষিন্যের বাতাবরন।
তুমি ভালো থেকো
শুধুই অনন্তের আলিঙ্গন।
ভালোবাসা এক স্বচ্ছ রূপরেখা
স্নিগ্ধ স্বপ্নের অমলিন আশা
শুধুই ভালোবাসা
সে শুধু উপলব্ধি
মন ও মননের আলিঙ্গন।

আজকের সন্ধ্যাটা

আজকের সন্ধ্যাটা
অন্য সন্ধ্যের চেয়ে আলাদা
সম্পূর্ন আলাদা।
খানিক আগে—
বন্ধু এসেছিল আমার
নাম বৃষ্টি,
ভালোই হয়েছিল
গরম থেকে ঠান্ডা
ভাবছিলাম
জমবে বেশ আড্ডা।
হঠাৎ এলো একটা ফোন
আমার ছোট্টো বন্ধু,
আমার সাথে করবে দেখা,
বৃষ্টি থেমে যাওয়া গরমের সন্ধ্যে
সবকিছু মাতোয়ারা
হাসনা আর মালতির গন্ধে।
অনেক দিনের জমে থাকা —
অনেক কথা,
বলা হবে বা হবে না
বুক ভরা আলোড়ন
মানসিক সংকলন।
বন্ধু না জেনে
দাঁড়িয়েছিল বকুল গাছের তলায়
সে এক যন্ত্রনা -
গাড়ি ছেড়ে, বন্ধুকে খোঁজা
অদ্ভুত এক মিশ্রন
না পাওয়ার উন্মাদনা
হারিয়ে খোঁজার যন্ত্রনা
আবার —

লুকোচুরির আনন্দ
সেও মন্দ না।
আমরা হাঁটতে হাঁটতে
চলেছি -
কত কথা কথাতেই হারায়
শেষ নাহি হয়।
আমরা সবাই শৃঙ্খলিত
সময়ের শৃঙ্খলে।
মজা হল বেশ
গাড়ী বার বার খায় ঘুরপাক
পায়না খুঁজে আমাদের।
বেশ মজা
মনেতে মজাটাই থাক,
বেশ ছিল আড্ডার সময়টা
গাড়ি না আসাটাই ছিল
ভালো।
কত কথা কত আনন্দ
পুরানো দিন, নতুন সময়
সব মিলে মিশে একাকার,
হায় - গাড়ী চলে এলো
এক সময়,
দুজনে দুদিকে পাড়ি -
যেতে যেতে হাত নাড়ি -
সঙ্গী আবার গাড়ি -
অভিমুখ সেই বাড়ী-
সময়টা চলে গেল,
কেন এত তাড়াতাড়ি?
স্বপ্নে জাগে মন
মনে জাগে আশা
ছোট্ট বন্ধু আমার
তার আত্মিক ভালোবাসা।

অভিশপ্ত অবয়ব

সারা গায়ে মেখেছি আলো
আলো আর আলেয়ার
মাঝামাঝি কোনো মরূতটে
গুমরে গুমরে মরে
এক অভিশাপ।
অভিশাপের কালো ছায়ায়
যাকে দেখলাম
সেতো মানুষ নয়,
আলো মাখা এক অবয়ব।
আমি ভয় পেয়েছিলাম
ভাবলাম----
সে তো একটা মানুষ নয়
শুধুই অবয়ব,
সেতো মানুষের মত
হিংস্র হতে পারে না,
আর — পারে না বলেই
মানুষেরা ভয় দেখায়
হয়ে অবয়ব।

ইচ্ছে

আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে
আমাকেই করি প্রশ্ন
মানুষ ও মনুষ্যত্বের মধ্যে
কে বড়?
আমরা যারা বলি
অনেক কথা।
আমরা যারা চলি
যথা তথা।
সত্য ও সুন্দর মনের আড়ালে
বেঁচে আছে এক শূককীট।
যার রূপ ও রূপরেখা
সাজিয়ে রাখে সজীবতাকে,
যার প্রানবন্ত আস্ফালন
সমাজকে জানায় বাস্তবতার রূপ।
দ্বৈতসত্ত্বা - দ্বৈতমনন
মানুষকে করে অমানুষ,
অমানুষ হয় পশুত্বে
পশুত্ব প্রকাশ পায় দানবিক ব্যবহারে,
যার সমাপন হয় বিষাক্ত চাহনিতে
যার ইতিহাস তৈরি হয়
অবাস্তবের দাবানলে।
কিন্তু ইতিহাস যখন
সব কথা বলে না,
ইতিহাস যখন সত্যি প্রকাশে
ব্যর্থ হয়,
তখন আমরা করি
হা-হুতাশ।
মন যেন চায় উদাত্ত বাতাস
সেই বাতাসের কাল্পনিক রূপরেখা
পাল্টে দেয় সমাজকে

পরিবর্তন আনে ইতিহাসে
কারণ...
ইতিহাস সত্যি প্রকাশ করে না,
করে - ঘটনার আতিশয্য।

সাংকেতিক সংলাপ

সাঁঝের আকাশ দেখতে দেখতে
নিজেকে অনুধাবন করছিলাম,
আমি কে বা কী?
কতকিছুই - না বাকি?
কিছুক্ষণ আগেও ভাবিনি
এত প্রতাপ!
কোথায় যেন হারিয়ে গেল
পড়ন্ত বেলায়।
গনগনে আকাশটা হারিয়ে গেল
অবান্তর বাস্তবে - হেলায়।
পশ্চিম আকাশে ক্লান্ত শরীরটা
রক্তাক্ত দেহের মতো
একটা রক্তাক্ত মাংসপিন্ড।
দ্বিধাগ্রস্থ মনটাকে নিয়ে
হারিয়ে যেতে যেতে
অক্লান্ত চেষ্টায়
করে আকুতি,
নিয়তি আর নিশির দোলাচলে
অকপট সংযুক্তি।

কিছুদিন বাদেই
আমার জীবনেও নেমে আসবে
অশরীরী আভিশাপ,
তিল তিল করে করবে গ্রাস
আমার সবুজের সংকেত
পিপাসার্ত - অনিকেত।
সময় ও সংস্কার মেনে
আমরা এগিয়ে চলি
এক গতিশীল দাবানলের মধ্যে

যার ঝলসানো আভায়
সব স্বপ্নগুলো বিক্ষিপ্ত হয়
অজানা ভয়ে।
কাল্পনিক বিভীষণ যেন
ছেয়ে গিয়েছে স্বপ্নের লোমকূপে।
কোনো স্বপ্নই যেন -
বাস্তবকে ছুঁতে পারেনা,
আর ছুঁতে পারেনা বলেই
আমরা মরীচিকার দিকে
বাড়াই হাত।
মেনেচলার রীতি
জাগায় মনের সংঘাত।
যখন ভাবি
জীবনের শেষপ্রান্তে,
মা হাত বাড়িয়ে থাকে
কোলে নেওয়ার জন্য,
লাল আভায় ভরে দেয় আকাশ-
আকাশের নিঃশব্দ তরঙ্গে
ক্ষোভ, মায়া, ফেলে রেখে-
সঙ্গী হব,
ধরিত্রীর,
আমার মা
মা আয়েত্রির।

গভীরতা

একটু আগেই যখন-
ছিল জোয়ার
চাতালের ইটগুলো সব
স্নান করে নিলো
নোনাজলে,
হালকা ছোঁয়া লাগলো
নরম পায়ে।
একটা উদ্‌ভ্রান্ত কচুরিপানা
বাঁচার চেষ্টায় ব্যাকুল।
কাদম্বিনীর চোখদুটি
ছিলো স্থির,
দোদুল্যমান কচুরিপানায় —
কিন্তু তার মনটা ছিল
চঞ্চল জলরাশিতে,
সারাক্ষণ সে মাপছিল
গভীরতা।
ভালোবাসা থেকে ভালোলাগার
প্রকট গভীরতা
ফানুস স্বার্থপরতা।

বহুরূপের অনুভূতি

তোমাকে আমি দেখেছিলাম
প্রেম ও প্রকৃতির আলোছায়ে,
তোমাকে ভেবেছি আমি
নিশুত রাতের তারার গায়ে।
কেনো স্বপ্ন আমাকে করে উদ্‌ভ্রান্ত,
আবার কোন বাস্তব
এনে দেয় উন্মাদনা।
আমি সভ্যতার কোনো মেরুতে দাঁড়িয়ে
দাবানলে গিয়েছি ঝলসে
যেখানে সংস্কার ও সংস্কৃতি
একই অর্থে করে বঞ্চনা।
কিছু অভিশাপের কালো ভস্ম
উল্কার মত যায় ছড়িয়ে -
দেহটাকে করে দগ্ধ
সেই ব্যথার অনুভূতি
আমাকে করে জীবন্ত।
বাঁচার আশায় মরি খুঁজে
দিগন্ত।
শুরু ও শেষের ক্ষণকাল
এনে দেয় একমুঠো আলো
সেই আলোর প্রতিফলনে
আমি দেখতে পাই
আমাকে,
একই রূপের সাক্ষী
বহুরূপে
কাঙ্ক্ষিত অরূপে।

প্রান্তিক মুক্তি

দেখেছিলাম আমি — আমাকে
সময়কে সাক্ষী রেখে,
বাস্তব - অবাস্তবের শৃঙ্খল,
মন থেকে মানসিকতাটা
হয়েছে বিচ্ছিন্ন।
দেহটার ক্লান্ত কোষগুলো
বিক্ষিপ্ত আবেগে ভাসমান
মনটাকে আবেগে আচ্ছন্ন রেখে —
করি স্নান।
যে জলে মিশে আছে
ছয় জন অবয়ব।
আমি এক রূপের সাজে
রূপনীড়।
জীবনের বিক্ষিপ্ত যুদ্ধের
প্রান্তিক মুক্তি —
প্রজন্মিক স্মৃতি সব ম্লান
জীবন সংগ্রাম।
শুধু যেন মায়াবী যুক্তি
আমি চেয়েছি
প্রান্তিক মুক্তি।

জলজ শ্যাওলা

ঘুম আসে না - চোখেরও পাতায়
লিখি কত কথা - খাতারও খাতায়।
ভেসে আসে মুখ,
ভাসে কত স্মৃতি,
ফেলে আসা কত কথা
কতশত ব্যথা।
সময় হারায় সময়ে
মন জাগে, জাগায় এসময়ে
নিশীথেরও আয়নে।
তবু স্মৃতি যেন জাগায়
জেগে থাকা এক বাস্তবকে,
যেখানে সত্যের কোনো কথা নেই
মিথ্যার কোন মাপকাঠি হয় না।
যেখানে ভালবাসা, শুধু ভেসে বেড়ায়
জলজ শ্যাওলার মত।
যে ভালবাসায় —
পানকৌড়ি ডুব দেয় জলে,
যে জল তাকে স্পর্শ করতে পারে না।
পারে না বলেই —
পানকৌড়ি জলেই খেলে লুকোচুরি।
আমরা সং সেজে আছি সংসারে
ঠিক পানকৌড়ির মত,
যেখানে ভালবাসা
খোঁজে মন
চাতকের মত।

শরীর-অশরীর

আমি আজ হারিয়ে যাবো
হারানো পথছায়ে,
নিভৃতে নিঃশব্দে গোধুলী আলোতে
হবে বিকশিত মোর রূপ।
কোনো ছায়াপথে পেয়ে যাবো মোর বাসা
নতুন আলোতে নগ্ন বাতাসে,
ছিল যত সুপ্ত আশা।
পেয়ে যাবো মোর সাথী
ক্ষণিকের লাগি
ভুলিবো ক্ষোভে প্রাণেরও পিয়াসে
ক্ষণকাল তব মাগি।
বুঝিবার লাগি করি সমারণ
চুপিসারে বহে মৃদু সমীরণ
কার তরে আজ কত কিছু ভাবি
হিসাব হিসাবে হবে সমাপন।
উৎসের খোঁজে উৎসারিত
যদি দেখা মেলে
কপোত কপোতী বেশে
সব কিছু আমি, কিছু নাই পাই
মোর দেহে শুধু দেহ টুকু নাই।
মিলাবে মিলিবে শেষে,
শরীর অশরীর বেশে।

চিঠি (মেয়ের অনুতাপ)

শ্রীচরণেষু বাবা ও মা
তোমরা কেঁদো না
আমি তোমাদের যেমন ছিলাম
আছি ঠিক তা।
তোমরা একটু ভাবো,
জীবন শুরু করার সেই কান্না
মন্ত্রের মতো দিলো কানে
মনন আর ভাবনা।
জীবনের প্রথম সূর্যের আলো
তোমাদের কোলে শুয়ে,
প্রথম হাসির দিন
তোমরাই দিলে মধু বিছিয়ে।
কত রাত তোমরা কাটিয়েছো
অনিদ্রায় আমারও মুখ চেয়ে
কত স্বপ্ন, কত আশা
জমা হত স্বপ্নাকাশে ধেয়ে ধেয়ে।
আমার অস্পষ্ট কথা থেকে
অ মুছে দিয়েছো তোমরাই,
আমার অসামাজিকতার আবেশে
অ মুছে দিয়েছো স্ববেশে।
মা-জীবনে যেদিন প্রথম লিখি অ
তুমি বলেছিলে আমার মতো লেখো
আমি লিখেছিলাম তোমারই মত
তোমারই চোখে দেখা।
তোমারই দেখানো সারে
সূর্যের আলোতে স্নান
তোমারই সুরের তানে
চাঁদ মামার শোনা গান।
তোমাদেরই হাত ধরে
চিনিছি আকাশ বাতাস জন —

ভেবেছি অনেক কিছু
হয়েছে তৈরী নিজেরেও মন।
তোমাদের শিক্ষা দীক্ষার পাহাড়
মস্তকে রাখি মোর
যুদ্ধ করিবো জয়
এ যে আছে মোর জোর।
তোমাদের আশীর্বাদ লয়ে আমি যেন চলি
তোমাদের শেখানো যে কথা বলি
ভয় যেন নাহি পাই কোনো পদক্ষেপে
জয় হোক এই বল মোর সংকেতে।
আমার জয় হোক তোমাদের নিবেদন
আমার সংকল্প হোক যেন সঙ্গোপন।
তোমাদের শির যেন উচ্চে রাখি ধরে,
জীবন সফল হবে মনের অন্তগড়ে।
প্রিয় বাবা ও মা
তোমাদের হাসি মুখ
আমায় দেবে গতি
করতে যুদ্ধ জয়
সেই সব মোর শক্তি
তব শ্রীচরণে শুধু থাক ভক্তি।

চিঠি-২ (মায়ের উত্তর)

স্নেহের সোনা মনি
আমরা জানি
তোমার হবে জয়
তুমি রইবে নির্ভয়।
আমাদের নেই কোনো সংশয়
কিন্তু জীবন যুদ্ধ হয় বড়ো কঠোর।
জয় হয় সর্বশেষে-
যদি পারো রাখিতে ধৈর্য্য
ন্যায় পরবেশে।
সমাজ তোমাকে দেবে না আশ্রয়
তুমিই করে নেবে স্থান তারই মাঝে,
আলো ছায়ার ভাবাবেশে,
সৌন্দর্য্য সঙ্গীর আবেশে।
মনে শুধু ভয় নিজেরও হতে গড়া
এই দেহ খানি
ক্ষত বিক্ষত হবে যুদ্ধে শুধু
মনে শুধু এই টুকু জানি।
যে রক্ত দিয়াছি তৈরী করে
বাহির হইবে তাহা
শুধু মোরা দেখিবো কেমনে
যদিও জানি তব জয়
নিশ্চিত আছে যে মনে।

বিচ্ছুরণ

সূর্যের বিচ্ছুরণে
থাকে অসংখ্য আলোর কণা
যখন তারা ভেসে ভেসে আসে
কালের অনন্ত গভীরে
রঙ পালটে যায়
যেন রাঙা আধারে।
কখনও সাদা, কখনও লাল
কখনও আবার কমলা
সবুজ-আরও অনেক
হিসেবের তাল শত জনেক।
আমরা আলো চিনি চোখে
রঙ চিনি সুখে
কখন বা দুঃখে।
বিচ্ছুরণ যখন অতিক্রম করে
আমাকে তোমাকে
আমরা চিনতে পারি না,
কিন্তু যখন ধাক্কা খায়
কোনো জায়গায়,
চিনে ফেলি
তাদের অস্তিত্ব — অনুধাবন।
আবার হারিয়ে যাই
অন্য কারুর জন্য,
তখন
তারা হয় ধন্য।
জীবনের গতি
এই আলোর বিচ্ছুরণের মত।
কত সহস্র কাল পথ চলা
দিশাহীন ভাবে
শুধু জেগে ওঠে যেন
হারিয়ে যাওয়ার জন্য,

এটা স্থির
এটা অনন্য।
জীবন একটা বিভ্রান্ত
পথহারা পাখি—
মুহূর্তের আস্ফালনে বলে
এটা ঠিক, এটা ভুল।
পরক্ষণেই পালটে যায় ধারণা
অমলিন বদনে—
সে যে নিরাশ্রয়
তার না আছে কোনো কুল।
কোনো একদিন বিচ্ছুরণের মত
মুছে যাবে জীবনের সব রঙ
সে রঙের আবেগে জেগে থাকে
কিছু ভাষা।
পৃথিবীর বুকে কিছু
ভারাক্রান্ত ওজন
নিঃশব্দ করতালি
কানে বাজে নিভৃতে
ও এক
জাগতিক আশা।

নীরব কান্না

নিঃস্তব্ধ রাত্রির বদ্ধ ঘরে
একা চোখ খুলে ঘুমানোর চেষ্টা
শরীরে ক্ষুধা আর তেষ্টা।
অন্ধকারে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম,
কে যেন কাঁদছে,
অনেক কষ্টে খুঁজে পেলাম
কার মনস্তাপ!
কার বুক ফাটা অভিশাপ,
অক্টোপাসের মত আমাদের বাঁধছে।
আলো জ্বালাতেই সে অদৃশ্য
মানে?
সে অন্ধকারই করে অভিমান
সে যে— পৃথিবী— কাঁদছে
অসহায় পৃথিবী,
আবার অন্ধকার
আবার কান্না,
ভেজা গলায় শুনলাম
তার অভিমান।
''আমি আর পারছিনা
এত বোঝা!
যাদের ভরসাতে সব সাজালাম
তারা আজ দানবে পরিণত।
নিজেকে ছাড়া
কাউকে বাসেনা ভালো।
আমি বুঝতে পারছি
নিবে আসছে আলো।
তারা জানে না সবাই কে নিয়ে
থাকতে—
জানে না মিলন, সদ্ভাব
ভুল ভাঙবে একদিন

মিটবে না অভাব।
আমি অসহায়ের মত দেখবো
ধ্বংসের ব্যাপ্তি
যে দিন হবে সব সমাপ্তি।”
গভীর অন্ধকারে এই কান্না
নীরব কান্না
এই হাহাকার ধরিত্রীর,
এই নিষ্পাপ যন্ত্রণা
আমার মায়ের।
যিনি তিল তিল করে গড়েছেন
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।
সব তলিয়ে যাবে
অন্ধকার অতীতে।
তোমরা সবাই শোনো—
অন্ধকারের কান্না—
মায়ের অনুস্তাপ,
তোমার নিষ্পাপ চাহে
দেখবে সব পরিবর্তন হবে
আসবে নতুন গতি
আসবে না ভেসে আর কান্না।
বন্ধ ঘরে
অবসান হবে
নীরব কান্না
নিষ্পাপ কান্না
আর অনুস্তাপ।
যদি
আমরা সাক্ষী হই
বিবর্তনের,
সভ্যতার পরিবর্তনে
পাবো শান্তি।

জীবন দর্পন

আমার পাঁচ বছরের স্মৃতির শৈশবে
ডুব দিলেই দেখি কত কিছু ছবি
ছবি না থাকা অ্যালবাম
কিন্তু মনের মানচিত্রে
আজও অবিচল
উজ্জ্বল গৈরিক রবি।
জমির আল দিয়ে হাঁটা পথ
শেষ চারটি বাড়ীর
একটি—
বাঁশ ও খড়ের ছাউনি
বিছানায় শুয়ে চাঁদের আলো—
গায়ে মাখা—
এ এক অদ্ভূত অনুভূতি।
তখন
বুঝিনি বা বোঝার মত
ছিল না সংবেদন
অথবা
পায়নি সাড়া অস্ফুট আবেদন।
মেঠো রাস্তায় বাঁশ গাছের জঙ্গল
গা-ছম ছম করত
শুনেছি ভূত প্রেত থাকতো,
জেনেছি বাঁশ গাছের পাতা
আর বাতাসের মিলন সুর
পুরানো বট গাছের নিচে দাঁড়ালে
রাতে পেঁচার ডাক
হাড় হিম করা শব্দ —
আজ মনটা কেমন জব্দ,
চাইলেও পাবো না সেই মিলন সুর
আজ সে বহুদূর।
শুকনো কলা গাছের পাতা

আধো ঝোলা অবস্থায়
জ্যোৎস্নার আলোতে
দেখা যেতো —
ভূতেরা পা দোলাচ্ছে,
বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হয়েই
ঘুম আসতো
ভালোও বাসতো,
সবাই
আপন করে।
বন বেড়ালের উজ্জ্বল চোখ
আর বেড়ালের কান্না,
শুকনো অশ্বত্থ গাছে
শকুনের ডাক
বিভীষিকার মত লাগতো।
আবার বর্ষা রাতে
ব্যাঙের চিৎকারে
ঘুম আসতো।
কখনো বিষাক্ত সাপ
বিছানার পাশেই থাকতো শুয়ে।
আজ কত চেষ্টা করছি
মনটাকে ফিরে পেতে
ফিরে পেতে চাঁদের ঐশ্বর্গিক উৎক্ষেপণ
কিন্তু না —
সব শেষ করেছে
কাল।
ছোট্ট মনটা অভিমানী হয়ে
হারিয়েছি সব কিছু
আজ সে —
নিথর।
কোনো অবস্থায় পাবো না তাঁকে
উতাল হয়ে খুঁজি যাকে
সে আমার হারানো দিন

মনের গভীরে আজও ক্ষত
জমে থাকা ঋণ।
কারণ—
আজ কিছু নেই
জমি, বাঁশ, গাছ, শকুন
সবাই হারিয়ে গেছে
নিজের গতিবিধি বজায় রাখতে
আমার মনের ব্যথা ঢাকতে।
হায়! শৈশব তুমি এসো ফিরে
এসো একবার
আমার সময় এসেছে যাবার
শুধু একবার
যদি পারি
আমি নিজে স্নান করি
শৈশবের বৃষ্টিতে
নৈসর্গিক সৃষ্টিতে।

গো-গোকুলনে

আমি মুখ দেখি আয়নায়
নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে
এক গা গয়নায়।
আ-হা বেশ লাগছে
চুলগুলো পাকছে
চামড়ায় ধরেছে যে ঝুল
নাকেতে নোলক পরে
কানেতে পড়েছি আমি দুল।
দুই পায়ে বালা দিয়ে
টানা থাকে গলা দিয়ে
যেন আমি রাজ পুত্তুর,
কাউকে করি না ভয়
কানে কানে কথা কয়
নেই তার কোনো উত্তর।
করিলে আদর মোরে
গলা তুলে বলি তারে
এই মোর শুধু আবদার।
একখানা লাঠি দিয়ে
পিটিয়ে পিটিয়ে চলে
আমাদের বড় সমাদর।
মনে ব্যথা লাগে মোর
সব যেন লাগে ঘোর
কেন এই শুধু অবিচার।
যেখানে ঘুমাতে বলে
সেখানেই গোঁজ ফেলে
নেয় নি সে যত্ন মোর।
তুমি যদি বোঝো আজ
মোর আছে কত কাজ
খেয়ে বসে ঘুম আছে চোখে,
দৃশ্য এমন তর

সাজা পাই বড় বড়
বলি নাকো মোর এই মুখে।
আমি বুঝি বৃদ্ধ
কোনো কাজে লাগিনা তো আর
সেই বুঝি রাগ তার
এই বুঝি মোর সার
জীবনের এই সব সুদ্ধ।

চাঁদ ও চাঁদনী

এক জ্যোৎস্না মাখা
ফুটফুটে আকাশ
কিছু বলে যেন ইশারায়
কে বা বোঝে, কে বা পরে দূরাশায়।
চাঁদটি যখন মুখ দেখে তার
দীঘির জলে এসে,
রাধাও দেখে আঁখি যে তার
জ্যোৎস্না ভালোবেসে।
যখন এ চাঁদ ভেসে বেড়ায়
বাঁশ বাগানের আড়ে
ছোট্ট খোকান ঘুমিয়ে পড়ে
গানের তরে তরে।
জ্যোৎস্না যখন রাঙিয়ে তোলে
খোলা মাঠের পাড়
দুজনে আজ খুঁজে পেলাম
কে যে আপন তার।
জ্যোৎস্না শুধু তোমার আমার
আর যে কারুর নয়,
এমন কথা ভাবতে গেলে
মনে লাগে ভয়।
জ্যোৎস্না মানে চাঁদের আলো
চাঁদের কান্না হাসি
জ্যোৎস্না যখন থাকাবে না আর
মনটা হবে বাসি
সে যে চাঁদের কান্না হাসি।

আমিই গামছা

আমার বড্ড হাসি পাচ্ছে—
কেমন যেন বোকা বোকা দৃষ্টি
তোমাদের মন যেন অবান্তর
অদ্ভূত সে এক সৃষ্টি।
তোমাদের কাছে—
কোন মানেরই মানে নেই,
আবার ছোট্ট মানের অনেক অঙ্ক
কেন এমন ভাবো!
সব যেন নিশির নেশায় মগ্ন।
আমার গায়ে যখন জল থাকে
তোমরা সবাই কর ঘেন্না
নিশ্চয় কোনো এক কারণে
ভিজে যাওয়ার বারণে
সব কিছুই আর না।
কিন্তু যখন সেই জল শুকিয়ে যায়
আমারই গায়ে—
ব্যবহার কর মোরে
তোমাদেরই সায়ে।
কেন এই বোকা বোকা ভাব
তোমাদের মনে
কেন এই ভাব খানা
আছে জনে জনে।
তোমাদের কুঠুরিতে
আছে এই সত্য
যা কিছু বুঝিবে তব
প্রমাণ সাপেক্ষ।
নিজেরে বলো যদি বুদ্ধিমান
প্রথমেই কর তবে
বোকার সংলাপ।
নইলে
খেলা শেষে ফল
হইবে শূন্য
তাগিদ হইবে নগণ্য।

নিঃশব্দ তরঙ্গ

কঙ্কনা আলতো ছায়ে
খোলা চুলে এসেছিল দীঘির পাড়ে
কেন তা সে জানে কি?
জলের গভীরতার মানে কি?
কালো জলে ছোট্ট ছোট্ট মাছগুলো
খেলে বেড়াচ্ছিল।
প্রান্তর প্রদেশ বিভেদ না রেখে
ওরা অফুরন্ত আনন্দের সঙ্গী,
ওরা শুধু বিহঙ্গী।
কখন ডুব দেয় খেলা করে
ভেসে ওঠে, ঝাঁপ দেয়
অফুরন্ত প্রাণ শক্তি।
আমাদের নেই কেন!
'কঙ্কনার' মনে প্রশ্ন।
'চাহিদা শুধু চাহিদা'
অনন্ত বিশ্বের ক্ষুধা
আগলে রেখেছে
তোমাকে আমাকে।
কোনটা আমার?
জানিনা-যেটা পেয়েছি, না যেটা পাবো!
জানি না বলেই উত্তাল মন
কেঁদে ওঠে কেউ নেই মোর ধন জন।
অবুঝ মেয়ের প্রকাশ, মনের আস্ফালন
নিবে আসা আলোর আক্ষেপ
কি যেন ভেবেছে সে,
''কঙ্কনা''
না আর না—
ঠিক তখনই গভীর নিস্তব্ধতা ভেঙে
একটা আমড়া ঝড়ে পড়ল নিস্তব্ধ জলে
তৈরী হল তরঙ্গ —

কঙ্কনা ফিরে পেয়েছে নিজেকে —
নিজের মন টাকে।
তরঙ্গেই ভাসাতে হবে
তৈরী হবে তরঙ্গে বিকৃত রূপ
যা বাঁচবে ও বাঁচাবে।
ফিরে গেল সে ঘরে
নিজের ঘরে
তৈরী করতে তরঙ্গ,
আর তরঙ্গের প্রতিরূপ।

দীপিকার দর্শন

দীপিকা যখন চোখ খুলে দেখলো
ক্ষুধার্ত পৃথিবীটাকে,
ওর মনে ভয়-লজ্জা-সংশয়
সবই ছিল,
ছিল না শুধু প্রতিশ্রুতি, আশ্বাস, অভয়।
ঘরে মৃত বাবা, অসুস্থ মা
দুই ভাই বোন, যুদ্ধ করছে মারণ অসুখে।
আর এক ভাই ছোট্ট।
চোখে জল থাকলেও আসাতে মানা।
কিন্তু খাবার দেবো কি?
ধার করে শ্রাদ্ধের কাজ
তার পর পাওনাদারের তাগিদ
সব শেষ।
শুধু রাত্রির অন্ধকারে ঠুকরে কাঁদা।
ছোট্ট ভাই-এর ক্ষুধার্ত মুখটি—
না—
দীপিকা পা বাড়িয়েছিল.
রাতের অন্ধকারে জীবনের গতি আনতে,
ক্ষুধার্ত পৃথিবীর হিংস্র হায়না—
তাদের পাশেশুয়ে করবে খেলা
এ এক অপ্রকৃস্থ মেলা।
তার চোখে শরীরের কান্না
মুছে দেবে এক ব্যাগ অন্ধকার
শাপমুক্তি হবে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে
নিজের আশা প্রত্যয়
কবরে দিয়ে মাটি চাপা।
আর —
নিজেকে করে অবগাহন স্নান,
আজ সে অম্লান
নির্জন প্রান্তরে।

অতৃপ্ত অবয়ব

অমাবস্যার রাতে— মন অন্ধকার—
আর এই আঁধারে
দাঁড়িয়ে আছ আর এক অন্ধকার।
কে তুমি?
তুমি কি কোনো অবয়ব?
না তার চেয়েও ঘন কোনো কুয়াশা।
উত্তর মেলে নি
উত্তরের দাবানলে সব পুড়ে
যেন ছাই —
অন্যথায়।
হায়
রাত্রির নীরবতা চেয়েও
সংবেদনশীল
এক ঝাঁক শকুন।
দীপ্ত লোলুপ চোখদুটি
ভাসিয়ে রাখে
কিছু পেতে —
যার হিসাব মেলেনি।
কোনোদিন
কোনোখানে।
শুধু দু-চোখের করুণ চাহনী
চেয়ে ছিল কিছু বলতে
না বলা কথায়
তার উত্তর ভেসে আছে
আজও
কালপুরুষের কারাগারে।

জীবন নামক যুদ্ধ

আমরা যখন যুদ্ধ করি
চেষ্টা করি মানুষ কে চেনার—
কত সহস্র রক্ত কণা
আস্ফাল করে
ত্রাসের ছায়ার মত।
কখনও পাল্টে ফেলে মত
কখনও বা পাল্টে যায়পথ,
কিন্তু থামানো যায় নি
যুদ্ধের আলিঙ্গন,
যা—যুদ্ধে বিবস্ত্র হওয়ার চেয়েও
বিপদজনক।
যুদ্ধ থেমেছিল কোন একদিন
থামেনি—
যুদ্ধের বাতাবরণ।
মৃত কোষগুলিকে
প্রশ্ন করেছিলাম কাতর স্বরে
কেন যুদ্ধ করেছিলে?
অস্পষ্ট শব্দে—
বলেছিল
''রক্ত স্নানের জন্য'',
''ইতিহাস গড়ার জন্য'',
''ভালোবাসার জন্য।''
হায়—
ভালবাসায় আশা
আগন্তুক এর মত।
পরিণাম ছিল উপহাস
বোবা কান্নার—
নিথর, নিভৃত প্রয়াস।

অস্পষ্ট পদক্ষেপ

সারারাত বৃষ্টি ঝরছিল অঘোরে
সব যেন ভেসে যাবে
ভেসে যাবে আকাশ-বাতাস-তরঙ্গ।
ছোট্ট এক চিলতে টিনের ঘর থেকে
দেখছিলাম নদী পুকুর জমি
সব ভেসে যাচ্ছে।
পুকুরে যে মাছগুলো এতোদিন
ছিল ছোট্ট পুকুরের মধ্যে— করছিল লাফালাফি,
মনে ছিল দুঃখ
বৃহত্তর জগৎ না দেখার।
যখন সব ভেসে গেল
তাদেরও আনন্দ চোখে পড়ার মত।
উন্মত্ত বাদলের মত চঞ্চল
এক জমি থেকে অন্য-দূরে
সবাই সবার থেকে
আলাদা।
প্রকৃতির নিয়মেই
সব বন্ধ হল
স্তব্ধ হল তরঙ্গের প্রবাহ
আবার আগে মত
সূর্য-চাঁদ উঠলো
কিন্তু ওরা কোথায়!
যারা উচ্ছ্বাসে পৃথিবী
দেখছিলো!
তারা কেউ নেই!
নেই তার স্মৃতিও
অতি চঞ্চলতায় তাদের বিনাশ এনেছে।
কিন্তু যারা ছিল স্থির—
লক্ষ্য অলক্ষ্যের দাবানল

তাদের গ্রাস করতে পারেনি
আর—
পারেনি বলেই
তারা ঘর বেঁধেছে।
ভাঙা ঘরের,
মাটির গন্ধে
আজকে নেমেছে সন্ধ্যে।
মাতাল বাতাস জেগেছে
স্বাচ্ছন্দ্যে
অজানা আনন্দে।

নিয়ম-অনিয়ম

আমরা সবাই সবাইকে দেখি
নিয়মের বেড়াজালে,
কিন্তু কোনটা ঠিক
বা
কোনটা ঠিক নয়
এর মূল্য বোধে এক অদ্ভূত ফারাক।
অনেক ভাববার চেষ্টা করছি
স্মৃতির প্রেক্ষাপটে,
কোনো উত্তর মেলেনি
শুষ্ক মরু তটে।
আমরা সবাইকে ডাকি
অনিয়মের রক্ত পাড়ে
যাকে চিনি সেটা রূপান্তর
দেখা হয় নিঃশব্দে।
মিলনের চুপি সারে।
আমরা সবাই সবাইকে ভাবি
মনের অন্তঃ কোণে।
একই আত্মার ভিন্ন রূপে
অনুধাবন করার জন্য,
সংকলিত সংকুলান
প্রত্যক্ষের পরিণতি,
হায় মানুষ,
হায় মনুষত্ব্য,
হায় মনুষ্য জন্ম।

আমি ও সারসী

আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম
ঘন অন্ধকারে হাল্কা বাতাসের মাখামাখি
সারা আকাশ তোলপাড় করেছি,
কিন্তু তোমাকে দেখছি না
কেন?
তুমি কোন অবয়বকে সাক্ষী কর?
কার কর পাদস্পর্শ।
কোন অমৃতলোকের পদস্খলনে
তুমি ফিরে পেলে
তোমার অস্তিত্ব।
কিন্তু না সারা রাত—
তোমারই জন্য অপেক্ষায় ছিলাম
বিষাদ দৃষ্টির জন্য।
আমার অক্লান্ত পরিশ্রমে
তোমার অস্তিত্ব জেনেছি
ঘুরেছি হয়ে হন্য।
শুধু তোমার জন্য—
সারসী তোমার জন্য।

সাংকেতিক অভিপ্রায়

ক্লান্ত নেশাগ্রস্ত চোখে যখন
দেখি—
ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ,
করুন মিনতির অভিপ্রায়
কোনো অধিকার—
কারুর জন্য রাখা নেই।
সব খোলা জানালার প্রান্তে,
মুক্ত বাতাস চায়—
রাখে সাংকেতিক সন্ধ্যায়।
কে যেন কিছু বলতে চায়
না বলা ভাষায়,
চাঁদের বাকী অংশ
পড়ন্ত বেলায়—
সাদাডানা মেলে—
উড়ে যায় হংস।
কথার স্তুতি
ধন-জন সব অবলুপ্তি,
নগ্ন-কর্কশ যন্ত্রণা
পৃথিবী যেন মেতেছে
সব হবে যেন ধ্বংস।
ডানা মেলে উড়ে যায়
এক দল বক,
আকাশ পথের কোনো প্রান্তে
মেঘ ভাসা দিগন্তে,
আরো জল চায়
সৃষ্টিকে নতুন ভাবে সাজাতে,
কত অজানাকে জানতে।

স্রোতের বিপরীতে

তুমি কি পারো দিতে আমাকে
একরাশ আশা,
যার অর্থ অনর্থের মায়াজাল
শুধুই কিছু ভাষা।
বিষণ্ণ সেই ভাষা।
কিছু চেনা, কিছু অচেনা মুখোশ
ক্ষুব্ধ চাঁদনী রাতে নগ্ন হয়,
এক রাশ স্বপ্ন
যা দেখায় প্রতিহিংসা
বন্য শুকরের মত।
হিংসার শেষ প্রান্তরে
এক রাশ আশা—
শুধুই ভালবাসা।
কিন্তু কেনই বা
এই প্রতারণা
অনন্ত কাল ধরে
বয়ে চলে কলঙ্কিত স্রোত
শুধু পাল্টে ফেলে
স্রোতের গতি
স্রোতের রঙ
নির্লজ্জ বিক্ষিপ্ত খড়কুটো।
ভেসে আসা স্পন্দনহীন শরীর
একটা বা দুটো।
শরীরগুলো অশরীরী স্বপ্ন নিয়ে
বেঁচে ছিল,
কত দিন-কত রাত,
অন্ধকারে গোপন করছিল
গোপনীয়তার চরম সত্য।
ঠিক তাই
বেঁচে ছিল সে তার স্তব্ধ শরীরটা নিয়ে

বেঁচেছিল সে তার নিরাশার ব্যাপ্তি নিয়ে
বেঁচেছিল সে তার ব্যর্থতার বিভ্রান্তি নিয়ে।
আমি দেখেছি
তীরে এসে ঠেকেছে
স্পন্দনহীন শরীর
একটা বা দুটো
লালসার মুখ
ফিরে ফিরে চায়
নির্লজ্জ স্পন্দন নিয়ে।

কাল্পনিক

ঠাণ্ডা হাওয়া লেগেছে গায়
লাজুক জলগুলো মেখেছে পায়,
আমায় টেনেছে কাছে
নিথর এক পাথর।
যার সামাজিকতায়
আছে লজ্জাবোধ,
যার দৃঢ়তায় আছে
শঙ্কা।
উল্কার বিভ্রান্তিকে সে
করে ভয়,
বাজে প্রশান্তের ডঙ্কা।
চঞ্চল মনটাকে বাঁধার চেষ্টায়
সারাক্ষণ করেছি যুদ্ধ
ক্লান্ত দেহটার চারপাশে
ছবি আঁকা আছে— বুদ্ধ।
দেহটা কিছু বলতে চায়
ভবিষ্যতের আশায়,
যার অতীত বা বর্তমান
ছিল না ভালবাসায়।
তবুও চোখ দুটি ভাসে
দূরের জলরাশি আসে
যায় চলে,
দিয়ে যায় ছোঁয়া
ক্ষণিকের কালে।
মৃত্যুর তালে
জীবন আসে যায়
সাম্য অসাম্যের দোলে।

মনস্তাপ

এক ঘন অন্ধকারের রাত্রি
দুটি চোখ খোলা রেখে
পথ চলা,
কথা বলা।
নিজেরই সাথে।
কোথাও যেন ভুল
রাত্রি বা দিনের
কোন সন্ধিক্ষণে
ভেঙেছি বাসর
নিজেরই হাতে,
পুবের উজ্জ্বল আকাশ
কল্পিত এক প্রাতে।
তবু কেন মন চায়
পিছে ফেলে আসা
স্মৃতি।
কেন সে চায়,
আজ কিনারায়।
হারানো সময়
যা ফিরবে না
কোনো দিন।
কোনো স্মৃতির আবহে
ভাসবে না।
সেদিন —
যা আর ফিরবে না
কোনোদিন।

ইতিহাসের প্রতিলিপি

সামনে নোনা জলের স্রোত
আর পাহাড়ী ঘাসের কোলে
শুয়ে শুয়ে রোদ গায়ে মাখা
এ যেন শিল্পীর হাতের ছবি আঁকা।
সারা দুপুর সৈকত ও শামলী
মেখেছে গায়ে
ঘাসের শিশির।
সঙ্গে রৌদ্রের মাখামাখি
বসন্তের মিষ্টি হাসি
পান করে দুজনে।
শুষে নেয় বিষাক্ত বাতাস
দুই হাত ভরে—
তুলে নেয় কলঙ্ক
একে অপরের।
সূর্য যখন মুখ ফিরিয়ে নেয় —
যখন একে অপরকে
দেখতে পায় না
অমাবস্যার রাতে।
করুন মিনতি
ঠুকরে কাঁদে যামিনীর কাছে,
অসহায় সবকিছু—ম্লান মুখে ফিরে আসে—
সৈকত ও শ্যামলী।
হোটেলের বদ্ধ ঘরের
চার দেওয়ালে।
ইতিহাস সবকিছু জানায় না,
যে টুকু জানায় সেটাই সত্যি হয়।
গল্প হয় না—
হয় না ইতিহাসের বিস্তার
আমরা সবাই ইতিহাসের
প্রতিলিপি হয়ে বেঁচে থাকি

ইতিহাস হয়ে নই।
ওদের কাছে ইতিহাস —
বড় বেদনাময়
বড় চঞ্চল,
সময়ের প্রেক্ষাপটে
জীবন যুদ্ধে হেরে যাওয়া কোনো সৈনিক।
যার, জীবন মানে —
চার দেওয়াল,
জীবন মানে —
অত্যাচার,
জীবন মানে
ক্ষুব্ধ মানসিকতার পরিহাস,
অসম্পূর্ণ ইতিহাস।

রূপ নামক অঞ্জনা

রূপ ও রূপাঞ্জনা
দুটি নাম একটি আলো
ওরা যেন একে অপরের জন্য।
রূপ তার ঘর ও ঘরনী দুই রাখে এক সাথে।
কিন্তু রূপাঞ্জনার জন্য শুধুই রূপ —
রূপ তার সব কিছু কেড়ে নিয়েছে
মন-মনন মানসিকতা।
রূপাঞ্জনা দিয়েছে সবকিছু
রূপকে তার অন্তরের অন্তরঙ্গে
সে বোঝাতে পারে না কি বা কেন—
সে বলতে পারে না কি জেনো—
শুধু বোঝে তার আছে একজন
এক অজানা সুন্দর
এক অপরূপ।
হঠাৎ ক্ষ্যাপা অমাবস্যার মত
উদয় হয় 'শিলাজ'—
শিলাজ রূপেরই এক দাদা
রূপাঞ্জনাকে বোঝানোর চেষ্টা করে
রূপ নয় তার সঙ্গী,
নয় তার সাথী
সে কেড়ে নিয়েছে তার সব কিছু।
উন্মত্ত বসন্ত,
যা ফিরবে না আর কোনোদিন।
'শীলাজ' কোনো এক দিন
থেমে যায় চিরদিনের জন্য
বুঝে নেয় —
একথা এখানেই শেষ
রূপ ও রূপাঞ্জনা
অন্তরের অঞ্জনা
দুজনে দুজনার
শুধু আপনার

তারা আছে
বাস্তবের আকাশে
অবাস্তবের অভিলাষে,
স্নিগ্ধ হিমেল বাতাস
জীবন ও জীবনের উল্লাসে।
'শীলাজ' বিশ্বাস করে
রূপাঞ্জনার আশা নিরাশা—
দুঃসহ যন্ত্রণা,
করবে গ্রাস গ্রহনের পথে
কিন্তু আজ সে ফিরবে না
ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসীর উন্মুক্ত প্রাণ।
সে ফিরবে না
ফিরবে না জীবন সংকলনে
তার স্বপ্ন ও সংশয়
'রূপ' আলোময়।
কোনো একদিন
থাকবে না রূপ
থাকবে না রূপাঞ্জনার
রক্ত করবীটা।
শুধু কিছু মায়ার বন্ধন
ঘুরে ঘুরে মরবে
মাতঙ্গিনীর মত,
মায়াবী স্বপ্নের আলো জ্বেলে।।
'রূপ' — আজ নেই 'রূপাঞ্জনা' সাথে
'রূপ' পূর্ণ সংসার নিয়ে
সংসারী।
'রূপাঞ্জনা' একটি প্রাণ
ধূধূ বায়ুকণায় এক নেশাগ্রস্ত কুহক
যার জীবনটা —
বেঁচে থাকার প্রান্তে
করে নীরব প্রার্থনা
কোনো এক পবিত্র সঙ্গমে।

প্রতিশ্রুতি

টেবিলের দুই প্রান্তে
দুজনে বসে কিছু একটা বলছিল—
''মানসী আর সত্য''
কিছু বোঝা যাচ্ছিল না—
কিন্তু কোথাও যেন শুন্যতা,
ব্যথিত মনের কোনে
হৃদয়ের গহন বনে।
দুজনে দুজনকেই জানে
অন্তরের অন্তর তমে।
হঠাৎ ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসীর বেশে
এল ঝড়
মানসী সামলাতে পারেনি
দুচোখে নেমে আসে
নিস্পাপ অশ্রু।
'সত্য' যেন বাকশূন্য—
অসহায়—
আড়ষ্ট পা দুটি নিয়ে
এগিয়ে আসে
চুপি চুপি,
সে বোঝে না
কোন অভিশাপের ফলে
হয় পদস্খলন,
মানসিক শূন্যতার আবাহন।
টেনে নেয় বুকে সমস্ত পাপ
বিবাদের অভিশাপ,
শুধু 'মানসী'র দুঃসহ সংলাপ।
থেমে যায় ঝড় কোনো এক সংকল্পে
দুজনে চেয়ে থাকে
দুজনকে।
যেন ঘনকালো মেঘ ফেড়ে

পূর্ণিমার চাঁদ এগিয়ে আসছে
দুজনকে করতে আলিঙ্গন।
কাল বৈশাখীর ঝড় থেমে
এক অদ্ভুত প্রশান্তি,
মানসিক সংকুলান ভেঙে গেছে
মনের বিস্তারে।
সত্য এগিয়ে এসে বলে
''মানসী''!
''এক খোলা আকাশ হোক সঙ্গী
তোমার-আমার—
'মানসী'
সামনে থাক—
শুধু নীল দিগন্ত
এই টুকুই হোক প্রতিশ্রুতি।''
মানসীর চোখদুটি —
খুঁজে পেয়েছে— নীল আকাশ—
নীল দিগন্তের কাছে
এক টুকরো চাওয়া
''মনের বিকাশ-মনের গভীরতা
মনের দৃঢ়তা।''

হারানো স্মৃতি

কত রাত্রি কত দিন
জেগে আছে দুটি চোখ
অনন্ত বিশ্বের ক্ষুধা—
দুটি চোখের তারায়
অশান্ত মন
দুটি হাত বাড়ায়।
আমি আমার মনটাকে নিয়ে
জেগে আছি ঘুমন্ত মধ্যাহ্নে—
তৃষ্ণার্ত চাঁদ জেগে ওঠে মেঘ ভেঙে
আবার মনে আসে উন্মাদ বাসনা।
''চাঁদ পেড়ে আনবো দূর আকাশ থেকে
আনবো কালপুরুষের রত্নমুকুট''
সহসা বিমুগ্ধ বালক ছোটে
নীড়ের সন্ধানে
ভবিষ্যতের পানে।
তার কানে আজও ভাসে
কিছু অপার্থিব শব্দ।
কিছু লজ্জা আজও
ঝাউবন রয়ে গেছে
শুধু সাথে নিয়ে কিছু দীর্ঘশ্বাস।
এত মানুষের মাঝে
মেলেনি কোনো আশ্বাস।
নিঃশব্দে নেমে আসে
ক্ষুধার্ত চিল
স্বপ্নকে স্বপ্নান্তরে ঠেলে দিতে।
যেথা আমি আর আমার কল্পনা —
হারিয়ে যাবো হারানো স্মৃতিতে।

নীড়ের পাখি

যে পাখি গেছে উড়ে
অপরাহ্ন শেষে
পশ্চিম আকাশে—
নীড়ের সন্ধানে।
সে জানেনা ভবিষ্যৎ
জানেনা অতীত।
শুধু তাকে টানে
একরাশ দুঃসহ বর্তমান।
ক্লান্ত ডানায়
যখন বিষাদ নামে
সভ্যতা যখন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়
যখন সভ্যতার হয় অপমৃত্যু
তখনই বুকের গোপন কান্নায়
ভেঙে পরে শারীরীক কঙ্কাল,
যা মনের চেয়েও
মানবিক
নিগূঢ় গভীরে।

কৃষ্ণচূড়ার ছায়া

আষাঢ়ের সেই সন্ধ্যে
আজও আমার কাছে উজ্জ্বল
লাল কৃষ্ণচূড়া গাছ—
তোমাকে ছুঁয়েছিল,
বকুল আর হাস্নোহানা
অকাতরে গন্ধ বিলিয়েছে—
তোমার পানে।
সারা সন্ধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিল
জ্যোৎস্না,
হায় ঋণগ্রস্থ শশী।
তুমি যখন চলে গেলে
সবুজ শাড়ীটার ছায়া
থেকে গেলো।
আমি চুপি চুপি গেলাম
কৃষ্ণচূড়ার কাছে
আমি তাকে ছুঁয়েছিলাম —
কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায়।
প্রথম তোমাকে দেখা—
প্রথম মনে জাগে
প্রেমের রেখা।
আমার সাড়া অঙ্গে
তোমারই নাম লেখা।
আমি বাস্তবের আঙিনায়
পারবো না দাঁড়াতে—
তোমারো সামনে
কারণ—
তুমি তো ‘‘রাজনন্দিনী’’
তোমার কাছে মনুষ্যত্বের চেয়ে
‘সম্পদ’ অনেক বেশী দামী।
কিন্তু তোমারও জানা উচিত

মানুষের মন খুব চঞ্চল
খোলা আকাশের মত
ভাবনার প্লাবনে ডুববে সে যত।
তুমি যখন ভোরের আকাশ দেখতে আসবে—
কাননে—
দেখবো তোমাকে আমি
সৃষ্টির মহারণে।
তুমি যখন সূর্যের লাল আভায়
দু-হাতে কিছু ভিক্ষা চাইছিলে—
আমি ঠিক তখনই ছিলাম আশায়
কখন দখিনা বাতাস ধেয়ে আসবে
তোমাকে সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দিয়ে যাবে।
তুমি যখন দীঘির জলে তোমার মুখ দেখবে
আমি ঠিক অপেক্ষায় থাকবো
অপর প্রান্তে।
যে ছোট্ট মাছগুলো তোমাকে
ছুঁয়ে এসে, আমার কাছে আসবে
আমি তাদের করবো বরণ
তাদের জানাবো আমি
আমার মনের সঞ্চালন।
আমি তাদের ভরিয়ে দেবো
ভালবাসায়।
সে ভালবাসা তোমাকে ছুঁয়ে
আমায় বাসবে ভালো
এশুধু আমার অনুধাবন।
দীঘির যে জল তুমি
দুহাত দিয়ে সরিয়ে দেবে
সেই তরঙ্গ আসবে আমার পানে
ধীরে ধীরে।
আমার সারা গায়ে মিশে যাবে, সেই জল —
আমি করবো আলিঙ্গন।
দুহাত ভরে গায়ে মেখে নেবো

রাশি রাশি জলকণা।
এ এক মিলনের বাণী
এ এক স্মৃতির কোঠরে লেখা
ছোট্ট একটি চিঠি
যাতে লেখা আছে
‘‘তুমিই রাণী
আমি ভিক্ষা পাত্র হাতে
এক ভিখারী।’’
যার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত
লোহার বেরীতে স্থিত।
আমার কাল্পনিক প্রেম
আমাকে দেয় জীবন
বোঝায় আমার অস্তিত্ব
আমার সংগৃহীত সুখ
আমার আনন্দ মাখা দুঃখ।

কবিতার কল্পনা

আমি যখন কিছু লেখার চেষ্টা করি
তখন মনটা থাকে আড়ষ্ট,
যখন মনটা সচল থাকে
ঠিক তখন চেষ্টাটাই আসে না।
আর আসে না বলেই
ফিরে ফিরে চায়
তোমাতেই।
তুমি তো কোনো দিন
লিখতে বলোনি আমাকে
বলেছো ভাবনা ভাবাবেশে,
বাতাস লাগাতে—
লাগাতে ফানুসের রঙ
কিন্তু আমি তো লিখেছি
কিছু কথা,
অনেকটাই অযথা,
সামনে এসে বলতে হবে
এইটাই প্রথা।
তুমি যখন সামনে থাকো না
তোমাকে আমি সুন্দর করে লিখি
সবাই চেঁচিয়ে বলে ''কবিতা''।
আবার তুমি যখন
আমার সামনে এসে দাঁড়াও
ভাবনাগুলো যেন এলোমেলো
হয়ে যায়—
আর তখনই —
নিঃশব্দ চিৎকারে জেগে ওঠে
কাল্পনিক ঘটোৎকচ
যার ব্যাপ্তি আকাশচুম্বী,
যার সরলতা সবুজ ঘাসের মত,
যার আস্ফালন উদাত্ত কালবৈশাখীর মত।

তুমি যখন কিছু বলো
কোনো কথা কানে আসে না
আসে না বলেই
চোখ দুটি স্থির থাকে।
কিন্তু আমি যখন ভাবি
তুমি বলবে কিছু কথা
চোখের ব্যাকুলতা
জানিয়ে দেয়
আসক্ত মন ও তার অস্থিরতা।
আমার উন্মাদনা।
ঠিক তখনই শুনি হাহাকার
দেহে ও মনে
বিক্ষিপ্ত গগনে
ব্যথিত নয়নে
প্রশান্তির সংগোপনে।

নীরবতা

আমি যখন চেয়েছি বুঝতে
আমার অবুঝ মনটাকে—
করেছে আস্ফালন
নিয়মের জঞ্জাল ফেলে,
জেনেছি
এটাই ঠিক
এটাই মানসিক সংকলন।
সেদিনটা আজও জেগে আছে
নিশুতি রাতে তারাদের সাথে।
ঘন কুয়াশায় ঘেরা আকাশ—
সেখানে ব্যাকুল করে খুজেছি
তোমাকে—
আকাশে এক রাশ মেঘ
নদীর ধারে বসে শুনছি
বাতাসের নিঃশব্দ করতালি।
বাতাসের তরঙ্গের সাথে
মিশে যাক— তরঙ্গ
আপনি বিরহে
আমি দিন গুনবো
রক্তিম তরঙ্গের আবহে।

আবদ্ধ

আকাশে যখন আকাশ থাকবে
বাতাসে ভেসে বেড়াবে
এক অদৃশ্য গন্ধ,
যেখানে, না তুমি থাকবে
না আমি— না আমাদের বাস্তব।
আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে
হারাবো আমাদের সম্বন্ধ।
আমরা ছাড়া সবাই—
নিজের গতি বজায় রাখতে ব্যস্ত।
কেউ কাউকে জানবে না
হারানো স্মৃতি নিয়ে।
যখন শুধু আকাশে আকাশ থাকবে
তুমি আমি থাকবো না,
সত্য-অসত্যের মাঝে,
ও আমার প্রিয়ে।

মানুষ খুব ছোটো হয়ে গেছে

আজকে আমি ভাবছি
মানুষ ও মনুষ্যত্বে ফারাক।
গত কাল কি ছিল?
কম না বেশী।
আমরা কি এখন ছোটো হয়ে গিয়েছি
আমাদের কাজে?
সংলাপে?
দিনে দিনে সংসার
সংযম, স্বার্থপরতা
সব কি পালটে যাচ্ছে,
আমরা কি আমাদের হারাচ্ছি
প্রশ্ন ও উত্তর সবই যেন
উদ্বেগ নিয়ে ভাসে।
মনের প্রশ্ন মনেরই উত্তর খোঁজে
সাবলীল হয়ে নিজেই হাসে।
বাতাসের কানে কানে
কারুর সাবলীল উত্তর— তার গানে।
আমরা ছোট হয়ে গিয়েছি
চিন্তায় ও মনে।
সংকট ও সংকীর্ণতায়
বর্তমান ও ভবিষ্যত
নিজে অপনজনে।
আমরা ছোট হয়ে গিয়েছি
চিন্তায় ও মনে।

এই রাতে

হঠাৎই কোনো এক অদৃশ্য শব্দে
নেমেছি—
নেমেছি বাড়িরই এক তলায়।
তোমারই কথা মন বলে
তোমারেই মন বলায়।
এই সেই রাতে
আসতে তুমি রাত জাগা চোখে
প্রদীপ জ্বলাতে।
তোমার মনটা ছিল না জানা
আবেগ ও ছিল না মানা
সারা বাড়ীতে জ্বলতো আলো
তোমারই হাতে।
নিজেরেই হাতে করবে পূজা
অশুভের সাথে লড়াই—
শুভের,
হয়ে দশভূজা।
আজও স্মৃতি জাগে
এই সেই রাতে
জেগে থাকে তারায়
তুমি দেখো দূরে হতে।
তোমারই জ্বালানো বাতি,
আজও জ্বলে—
এই সেই রাতে
তোমারই হাতে।
স্মৃতি জাগে-আবারও হারায়।
তুমি আছো দূরে
কাল্পনিক ধ্রুবতারায়।
যেখানে তৃষ্ণা তড়িতে হারায়—
আজো আছো তুমি দূরে
নিস্বার্থ কোলাহলহীন মুখরতায়

তুমি আছো এই সন্ধ্যের
শিশিরের সাথে
করিবো স্পর্শ তোমাকে
এই মহারণ রাতে।
এসেছিলে তুমি এই আঙ্গিনায়
জ্বালাতে প্রদীপ
জ্বালাতে মোমেরও বাতি।
খুঁজিবো তোমায় অকাল বোধনে
স্মরিবো তোমারও স্মৃতি
জেগে থাকে চোখ, জেগে থাকে শুধু বাতি—
তুমি আজও তাই স্বপ্নে
তুমি আজও মোর সাথী।

বিভ্রান্ত

আমি বিশ্বাস করি আমাকে,
আমি বিভ্রান্তই।
আমার, কোন ভোরের আলোয় জন্ম
কোন এক রাতের কালো ছায়ায়
নিবে যাওয়া।
কোন চাওয়া বা পাওয়ার
হিসাব মেলেনি
মেলেনি কোন অধরার রূপ,
নিজেকে পুড়িয়ে নেওয়া
ব্যথাতুর ধূপ।
আমি নিজের কাছে হেরে গিয়ে
নিঃশোষিত
আমি বিশ্বাস করি আমাকে
আমি বিভ্রান্তই।

কালান্তর

আমি নিজেকে প্রশ্ন করি
বার-বার—
কালস্রোতে ভেসে যাওয়া
ক্ষুধার্ত কীটের মত—
সভ্যতার মানদণ্ড কি?
কার হাতেই বা নিয়ন্ত্রণ?
দ্বিধাগ্রস্থ কণ্ঠের অস্পষ্ট ধ্বনি
ভেসে আসে
উন্নত স্থিতিশীল।
যা দেয় জীবনের যুক্তি
ও নিস্পাপ ব্যাখ্যা।
কিন্তু সে তো সময়েরই অনুগামী
আজ ঠিক, তো কালই ভুল
জীবনকে সভ্যতার হাতে
সমর্পণ— যেন আত্মাহুতি।
এ আমার ক্ষুদ্র মানসিকতার
বিরূপ অনুভূতি।
''রাত্রির নিস্তব্ধতায় থেকো না
নিজেকে প্রকাশ করো
অনন্ত সত্যের বিকাশ কর
লেলিহান শিখার মত।
বুঝিয়ে দাও
সভ্যতা জীবনকে অনুসরণ করে
জীবন সভ্যতাকে নয়''
তোমার আত্মত্যাগ বুঝিয়ে দেবে
আত্মার অবিভাজিত রূপ।
তোমার বিশ্বাসের ব্যাপ্তি
মুছে দেবে অবিশ্বাসের কালো ছায়া
তোমার স্তব্ধতা বুঝিয়ে দেবে—
বাস্তবের গভীরতা।

জীবনকে বুঝতে শেখো
বুঝতে শেখো আত্মার অনুভূতি
নিশুত রাতের কাছে কাপুরুষ হয়ো না
হবে কালপুরুষ।
তোমার বীর্যের কাছে
নতজানু হবে
শতাব্দীর যত পাপ, যত পুণ্য,
জীবনের হিসাবে সব কিছু হবে শূন্য।
তুমিই হবে কালজয়ী
হবে কালপুরুষ।

স্মৃতি ও সংস্কার

আর দেরী নেই
এসো গেয়ে উঠি
সূর্যোদয়ের স্তুতি গান—
আলো নিয়ে পাল্টে ফেলি
আমাদের স্বরূপ,
ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের
ভঙ্গুর স্মৃতি।
যা ক্ষয় করে—
আমাদের প্রজন্মের রাশ
আবেগকে করে পঙ্গু
স্থির চিত্তকে কোরে তোলে
অস্থির পাহাড়ী ঝঞ্ঝাতে।
অন্তরের আত্মাকে কোরে তোলে
কলুষিত,
যা মৃত কোষগুলিকে
নিয়ে করে উন্মাদনা।
ভেবে দেখো—
এই মর্মস্পর্শী
শঙ্কা বেদনা।
চল সূর্যের আলোতে করি স্নান,
গেয়ে উঠি স্তুতি গান।

আমরা কারা?

একরাশ জ্বালা
আর বিতৃষ্ণা—
নিজেকে বুবুক্ষার মত
বিদ্রুপ করছি
আমরা কারা?
মুসলিম থেকে হিন্দু
না বৌদ্ধ থেকে খৃষ্টান।
সর্বাঙ্গের সিঁদুরের রঙ— যা,
উপর থেকে দেখা যায় না।
চোরা স্রোতের ধারা,
সবাই এক
একই প্রশ্ন ফিরে আসে
আমরা কারা?
শতাব্দীর কালো স্রোত
পাল্টে ফেলছে সবকিছু,
সামাজিকতার অস্ফুট ক্রন্দন
পিপাসার্ত চাতকের মত
তাকিয়ে থাকে,
নতুন সকালের আশায়,
কে জানে তার মুল্যবোধ?
যার শেষ হয় ভালোবাসায়।
এই গভীর বেদনা
বুঝবে কে?
কে হবে অনন্তের সঙ্গী
জানা নেই।
সৃষ্টির আবেগের প্রহর গুনে—
আমরা কারা?
বলিষ্ঠ নদী তার পাড় ভাঙে—
যুদ্ধে হেরে যাওয়া নরম মাটির অংশ
পাল্টে ফেলে তার রূপ।

কাল হরণ করে নিয়ে যায় তার ব্যাপ্তি
ভেবছো কি?
হেরে যাওয়া স্রোতের গ্লানি!
আছড়ে পড়ে পাথরের পায়ে—
চোরা স্রোত চুরি করে
সরল মনের গভীরতাকে—
দেহ থেকে নিঙরে নেয়
অন্তরের বিরূপ ক্ষত
আমাদের প্রত্যাশাকে।
সংকটের সঙ্কীর্ণ মনস্তাপ
না,
বিষাদের উন্মুক্ত প্রখরতা
আমরা কোথাও যেন
হারিয়ে যাই,
অঙ্কের গোলোক ধাঁধায়।
ফিরে আসে সেই
একই প্রশ্ন—
আমরা কারা?
কালান্তরের রূপ
না
রূপের অন্তিম কালান্তর?

যাঁরা আছে সাথে

সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম
উপর থেকে নীচ
নীচ থেকে উপর—
আমাকে ভর করেই,
তোমাদের ক্ষমতার সংবাদ।
কিন্তু!
দিনের শেষে বা প্রথমে
পাই না কোন ধন্যবাদ।
কোন সাধুবাদ।
আমারই সঙ্গে গিয়ে
তুমি পাও উপহার
আলোর ঝলকানিতে
তোমার নাম ঝরে
কিন্তু —
আমি থাকি গহন আঁধারে।
আমরা সর্বত্রই এক-একই রকম
তোমাদের ক্ষমতা দেখানোর জন্য চাই
আমাদেরই অক্ষমতা প্রকাশ।
তোমরাও আমাদের মত হও
বাড়াও তোমার সহ্য,
মুছে ফেল আস্ফালন, তোমার রসিকতা
মনের প্রকাশ-অসহ্য।
হে সমাজের সভ্যতম জীব
নিজের অস্তিত্বের তাগিদে
অন্যের অস্তিত্বেরে কোরোনা অসম্মান।
ভেবে দেখো —
আমরা এক অপরের চেয়ে
অধিকতর সহনশীল-সাবলীল।
প্রত্যেককে তার প্রাপ্য সম্মান থেকে
কোরো না বঞ্চিত,

কালহরণে হবে অবাঞ্ছিত অসঙ্গত।
তোমার বিজয় রথে, আমি হবো সারথি
তোমার উচ্ছ্বাসে, অনুশোচনায়
আমি হব তোমার সাথি,
ব্যথাতুর হয়েও অনাহূত
অবাঞ্ছিত অসঙ্গত।

সূর্যালোক

দূরের ঐ জলে সোনার থালাটা ডুবছে
আমি দেখতে দেখতে অসাড়,
না— থালার জন্যও নয়
আবার জলের জন্যও নয়।
তবুও অদ্ভূত এক আচ্ছন্ন
নেশাগ্রস্থ মন।
শরীরে এক অন্ধকার নেমে আসে
ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে কিছুক্ষণ
টেনে আনতে পারবো।
তারপর!
নেশাগ্রস্থ কোষগুলো
নিথর হয়ে পড়ে যাবে—
অসংলগ্ন বাতাসে চঞ্চল মনটা
উদগ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে
কিছুর আশায়
যা পাবে।
সময় লেগেছিল
প্রায় বারো ঘন্টা—
সোনার থালাটা ভেসে উঠল
সব কিছু হল আলোকিত—
আকাশ বাতাস সব প্রজ্জ্বলিত হল
কিন্তু মন প্রচ্ছন্ন হল না।
আরও আলো আরও আলো
রাত্রির গভীরতা চেয়েও গভীর
মনের উন্মাদনার প্রকাশ হোক জ্যোতিষ্কের মত—।
থালা থেকে সবচেয়ে বেশী আলো ঠিকরে এলো
ছুটে এলো বিচ্ছুরণ
তবুও মন ভরেনি-ভরেনি সুপ্ত বাসনা
মন তখন চেয়েছিল একটু কম আলো
যা সুন্দরের চেয়েও সুন্দর।

দুঃখী হৃদয়ে তা জোটে নি
ভালোলাগা বা ভালোবাসার মধ্যে
বাদ সেজেছিল এক বুভুক্ষা—
যার আদিও নেই, নেই অন্ত।
যার কোন শুরু হয়নি
শেষের আত্মগ্লানি মেখে—
যে শুধু হারিয়ে যায়
কল্পিত এক দ্বীপে
জেগে থেকে শুধু আঁখি দুটি তার
সন্ধ্যা আরতির ধূপে।

জীবন বিশ্লেষণ

আমি রাত্রি বলছি!
ঘন কুয়াশায় ঢাকা এক বিভীষিকা —
যার আর্তনাদ ফিরে ফিরে
আসে না।
পাহাড়ের ওই পাইন গাছে,
কর্কশ ফলগুলির মধ্যে
নিজেকে লুকিয়ে রাখে।
যার যন্ত্রণার আচ্ছাদন
নিজের মুক্তির পথ দেখায় না
দেখায় প্রতিহিংসার রক্তচক্ষু।
জানিনা তোমরা আমাকে
ভয় পাও—
না ভয়ের অভিনয় কর।
কারণ বাস্তবের আঙিনায়
অভিনয় করাই দুর্লভ—
হয়তো বা বাস্তবটাই অভিনয়।
যারা সত্যের কথা বলে—
তারাই আবার অসৎের বাণী ছড়ায়,
যারা ত্যাগ উচ্চারণ করে
তারা জানে না শব্দটির মধ্যে
কতখানি ব্রহ্মাত্বের স্পর্শ আছে।
যারা ভদ্র হওয়ার কথা বলে
তাদের রক্তের প্রতিটি কনায়
ধরা পড়ে অভদ্রের চরম হিংস্রতা
যারা শান্ত হতে উপদেশ দেয়—
হে পৃথিবী তুমি দেখো
তারা কতটা স্বার্থান্বেষী
নিজের স্বার্থের জন্য—
তারা পাহাড়ী ঝঞ্ঝার
চেয়েও অশান্ত।

যারা সংকল্পের শিক্ষা দেয়
তোমরা দেখো
সে যে কল্পের সং সেজে আছে।
হে কাল আমাকে শক্তি দাও
অন্ধকার থেকে আনো আলোর সংলাপ,
যে আলোয় দূর হবে মনের অন্ধকার
যে আলোয় মুছে যাবে
কলঙ্কের প্রলেপ।
যে সূর্য চ্ছটায় তৈরী হবে নতুন দীপ
যেখানে মানুষ তার মনুষত্ব প্রকাশ করবে—
ধর্মকে কুসংস্কারে মধ্যে রাখবে না—
বলবে
''ধর্ম তাই
যা জীবনকে ধারন করে,
বাঁচায়, গতি দেয়''
সবাই এক সাথে
বলে উঠি—
''ঈশ্বরের জন্য মানুষ
তৈরী হয় নি
মানুষের জন্যই ঈশ্বর''
হ্যাঁ রাত্রি বলছি—
এক ঝড়ের রাতে আমাকে
সর্প দংশন করে।
বিষ জ্বালা নিয়ে আছি বেঁচে
গহন অরণ্যের প্রতিচ্ছবি নিংড়ে।
যারা বিষ ছড়ালো তাদের যদি পশু বলি—
তবে পশুর অবমাননা হয়
কারণ তারাতো পশু—
মনুষত্বের তিলক এঁটে মানুষ নয়,
সেই জন্যই নেই কোন ভয়।
এখানেই হয় আপন পরিচয়
যদিও সে মানুষ নয়।

অবস্থান

আমি খোলা আকাশের নিচে
আকাশ দেখছিলাম—
ফুসফুসের প্রতিটি কোষ
প্রতিটি রক্ত কণায় প্রাণের সঞ্চালন
অনুভব করছিলাম।
শুনলাম আস্ফালন—
নগ্ন বালুকনায় অসংখ্য
ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ—
স্নিগ্ধ বাতাস যেন জড়িয়ে ধরেছে
আমাকে আমার ভাললাগাকে।
অনুভূতির চরম প্রান্তরে
শুনতে পেলাম চাতকের
করুন মিনতি।
'একটু জল,
শুধু একটু জল।'
নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম
জলে মহাসাগরে এখনও কেউ
খোঁজে জল?
নিরুত্তর সেই মায়াবী ছবি
যেন —
সকল উত্তরের অন্তিম বন্দনা।
সব ভালো থাক্
ভালবাসার মায়া জালে।
আমি মায়াজাল ছিঁড়ে
পাড়ি দিই
অন্য ভালোবাসার গহীনে।
ওই নতুন শব্দ লোকে
সেখানেই বেছে নেবো আমার সঙ্গী
তোমাদের ভালবাসার
স্মৃতি আগালে।

আমি জানি —
তোমরা আমাকে বাঁচাবে
তোমাদের মত করে
আমার সত্ত্বার কথা ভেবে
আমি যেমন তোমাদের কথা
বুঝতে পারতাম
মানস চক্ষে।
এখন তোমরা আমার কথা
বুঝে নিচ্ছ
বুঝে নিচ্ছ আমার কল্পনা
আমার অনুভূতি।
আমাকে খুঁজো না —
পাবে না—
আমাকে ভাবো
উত্তর পাবে
আমি তোমাদেরই
যুগে যুগে।

আবদ্ধ জীবন

ঘুম আসে না—
কালো আকাশের নিচে
উন্মাদ আস্ফালন—
করে তাড়া আমারই পিছে
প্রতিদিন সূর্যের দেখা মেলে
মেলে অগণিত দেবতার।
চাহিদার দাবানলে
পুড়ে ছাই
সঙ্কটময় অবতার।
যখন ভাবি
আসে না ঘুম
চোখে রাত্রির নম্রতা
আকাশ ফিকে হয়ে আসে—
যাবে চলে
মনের জড়তা।
অগণিত প্রশ্নের ভীড়ে
হারিয়ে যায় স্বপ্ন—
অন্য স্বপ্নকে আলিঙ্গন করতে
আসে পুণ্য বারতা।
আসে না ঘুম—
খোলা আকাশের নিচে।

স্বপ্নাদেশ

মেঘগুলো যখন
লুকোচুরি খেলে—
চাঁদকে করে সঙ্গী—
অজন্তা খোলা চুলে, পূর্ণিমাকে আবাহন করছে—
মনের ঘৃন্যতাকে দগ্ধ করতে।
আমি খোলা আকাশের নিচে
তাকিয়ে থাকি—
পূর্ণিমার আশায়
দগ্ধ মনটাকে বিদগ্ধ করতে।
যখন জেনেছি—
আকাশে নেই কোনো রঙের আচ্ছাদন—
এ শুধু মনের বিলাসিতায়
মৃত্যুর মাতন।
নিঃষ্কলঙ্ক মনের দুয়ারে
ঘুরে ঘুরে আসে প্রশ্ন
দাবানলের যদি রঙ থাকে—
মনের দাবানল কোথায়!
কোন ভালাবাসায়?
বেঁচে থাকা শুধু অতৃপ্ত কান্নায়—
শুধু-স্বপ্ন আশায়।

সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস

আমার যৌবনে আমি
দেখিনি তোমাকে,
কিন্তু কালের দাবানলে
কখন হারিয়ে ফেলেছি
আমি-আমাকে।
নতুন আলোর বিচ্ছুরণে
তুমি আছড়ে পড়
ধরণীতে।
কিছু চাওয়া, কিছু পাওয়ার
অভিসারে,
তোমার নির্লজ্জ সমর্পণ
আমাকে দূরে রেখেছে
তোমারই আশায়—
আমাকে।
তোমার দ্বিধাগ্রস্ত নিঃসঙ্গতা
আমাকে এনেছে
যন্ত্রণার মুখোমুখি।
বিদগ্ধ প্রশ্নের
সকল ফাঁদে—
দিয়েছি ডুব।
কত যৌবন নিঙরে
নিয়েছো তুমি
কত ভালবাসার জাল ছড়িয়ে
জলোচ্ছ্বাস ভাসিয়ে দিয়েছো
শূন্যে।
কিন্তু বয়সের সন্ধিক্ষনে
ফিরে দেখি তোমাকে—
আগের শুষ্ক ত্বক যখন
ভিজে যায় তোমার নিঃস্বার্থ জলোচ্ছ্বাসে
তোমার সততা, দৃঢ়তা মনের

আমাকে করেছে মুগ্ধ—
হয়েছি মন্ত্র মুগ্ধ
সরলতার পাপপূণ্যে
আজ শান্ত মনের স্বপ্ন তীর্থে,
ভাবি
সব মিথ্যে।
তুমি বাস্তব
অনন্ত অসীম।
হে জলোচ্ছ্বাস
সমুদ্র সৈকত
প্রণাম
তোমাকে প্রণাম
তুমি—
অনন্তেরই সমান।

রবি

আমি চলে গেলে
সব অন্ধকার।
ওদের ব্যর্থতা
না—
আমার সাফল্য।
ওদের কলঙ্ক
না
আমার ঔজ্জ্বল্য।
বিচারক ছাড়াই
হবে বিচার,
আকাশে বাতাসে
শঙ্খধ্বনি—
বুঝিয়ে দেয় মনের দুর্বলতা।
এলাম
হারিয়ে যাবার জন্য—
ঠিক যেন পাঞ্চজন্য।

আশঙ্কা

আমার জন্ম অজন্মায়
শুদ্ধ বাতাসের হাতছানিতে,
বড় হওয়ার পর
কলো বাতাস
ঘিরে ফেলে আমাকে।
অনেক যুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি
কিন্তু বিষাক্ত বালুকনাগুলো
আমার শরীরটাকে
পাল্টে ফেলেছে অশরীরে—
সবুজকে করেছে হলুদ
কালোকে করেছে দুষিত।
মনে পড়ে—
আমার জন্ম— অজন্মায়।
জানিনা আমার নিশ্বাস
তোমাকে বাঁচাবে
না
বাঁচার জন্য ঠেলে দেবে
কোনো এক মৃত্যুর মানদণ্ডে—
সামনের কিনারে দাঁড়িয়ে
দিও না নিজেকে,
হারিয়ে।
আমি শুধু
কাল হরনের প্রতীক্ষায়।

আমি রূপকথা

আমি সেই নদী—
পাথরের কিনারায় ধাক্কা—
নিজে সাবলীল গতিকে করেছে
বিদগ্ধ।
তপ্ত মরু নিয়েছে
আমার উৎসাহ উদ্দীপনা।
নিজেকে হারাতে হারাতে
খুঁজেছি সত্যকে
হয়েছি প্রলুব্ধ।
ভেবেছি হয়তো বা—
স্থান হবে
ফল্গুর মত
সকলের অন্তরালে।
আবার ভোরের সূর্য দেখে
বাঁচার স্বপ্ন—
সকলের সাথে চলবো
হাতে হাত বাড়ালে।
হ্যাঁ, আমি সেই—
আমি রূপকথা
ইতিহাস জানে
আমার গতি—
চলতে চলতে
হারিয়ে যাওয়া—
হারিয়ে গিয়েও ফিরে আসা।
এ যেন নতুনের কিছু,
কিছু পাওয়ার আশা।
সোনালী মেঘের স্নিগ্ধতায়
পাখিদের প্রদক্ষিণে
শুধু ভালোবাসা।
হ্যাঁ আমিই সেই স্বপ্ন

যার বাস্তব—
অবাস্তবতাকে ঢেকে দেয়।
নিশুতি রাতের গন্ধ— যা
আমাকে করে হাহাকার মুক্ত।
তোমার উদাসীর হাসি
আজো অমলিন উন্মুক্ত।
তুমি ভেবোনা, আমার পরাজয়
আমি বেঁচে আছি তোমারই উর্দ্ধে
হয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী-বীরাঙ্গনা।
মরণের কাছে— যা
চরম প্রতিশ্রুতি,
এশুধুই অস্থির,
এশুধুই অজানা।

চুপি চুপি

তুমি এসেছিলে সবার অজান্তে,
যখন মেঘগুলো ছিল চঞ্চল
চাঁদের আলো ঢাকতে।
ওরা যেন—
যুদ্ধের উন্মাদনায় পাগল।
এক রাশ অবয়ব
যার সাক্ষী হয় কল্পনাতে।
উন্মত্ত বাস্তবতার পাগলামিতে।
যেদিন তুমি ফিরে গেলে
আকাশের চাঁদ ছিল উজ্জ্বল,
মেঘে ঢাকা তারারা ছিল
উদ্বিগ্ন।
নিঃসঙ্কোচ লালসা ভরা গ্লানি
হবে শেষ—
নির্মম বেদনার চাহনিতে,
নিঃসঙ্গতাকে ছাপিয়ে যায়
কোনো এক উন্মাদনা —
তবুও জীবনটা ব্যতিক্রম
একটার থেকে অন্যটা—
মনটাকে খুঁজি,
জীবন মাঝে
নয়ন আসে বুজি।

তুমি আসোনি কোনোদিন

তুমি আসোনি কোনোদিন
হিমেল বাতাসে ভেসে।
নয়তো,
ঝিরঝির বৃষ্টির সকালে
নয়তো বা,
তপ্ত রবির কিরণে।
এসেছিলে
কোনো এক প্রাতের চেতনায়—
সূক্ষ্ম বালুকনায় ভেসে ভেসে,
অনাহুতের মত।
সংকলিত ভাবাবেগ
জমা ছিল যত।
তোমার অবস্থিতির
অনুধাবন
বাস্তবকে এনেছে
অবাস্তবের আঙিনায়।
অসহায় মনটা ছুটে ছুটে আসে
বুঝি— সেও নগ্ন স্মৃতিতে,
ডুবে আছে
হয়ে শুধু অসহায়।

অসহায়

তুমি যখন ভাবছো
এক উন্মাদের উন্মাদনা—
তোমার নিষ্পাপ কবিতার লাইনে
তুমি লিখছো—
এক অবাস্তবের ভাবনা
সেটা লেখা আছে কোনো এক কল্পনার আইনে।
ঠিক তখনই—
পৃথিবী চলছে তার নিজের আদলে—
কিছু ভাঙা-কিছু গড়া
কখনও পাপ কখনও পূণ্য।
কোথাও জন্ম-পরক্ষণেই মৃত্যু
একদিকে আলো-তো অন্যদিকে আঁধার।
যা লেখা হয়েছিল—
নিশুত রাতের কালো এক বাদলে।
তুমি-আমি-সবাই
কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়—
আমরা সবাই আলোচনা করি
ঘটে যাওয়ার পর—
অসহায় দৃষ্টি বলে দেয়
আমাদের অক্ষমতা।
ক্ষণিকের আস্ফালন—
বলে দেয় আমাদের অস্তিত্ব, ব্যাস
আমরা আছি বলেই—
আছে পৃথিবী।
তবে কেন—
এই পরিকল্পিত অনিয়ন্ত্র?
অসংলগ্ন— অবমাননা!
তুমি যাকে ভাবছো উন্মাদ
তোমার কবিতার লাইনে—
কেউ কি জানে—

সেই-ই প্রকৃত জ্ঞানী
পৃথিবীর আইনে।
তুমি ভাবো—
তুমিই তোমার কবিতার লাইনে
বলে দাও—
''সব কারণ যেন অকারণের জন্য''
তোমার আত্ম প্রকাশ হোক—
''আমি জানি যে আমি জানি না।''
এটাই মহান সত্য।
তুমি যাকে ভেবেছিলে উন্মাদ—
পৃথিবীর কাছে তার থাক প্রার্থনা
''ওরা নিষ্পাপ, অজ্ঞান
এদের শাস্তি দিলে
তুমি নিজেকে করবে অপমান''
এক মনে বল—
প্রত্যেকে বুঝে নিক
অমলিন সম্মান।
যা লেখা আছে
কল্পনার আইনে—
তোমার কবিতা থাক
কবিতার লাইনে।
যা ক্ষণকালের
অনন্ত সৃষ্টির
প্রস্ফুটিত মহাকালের।

পরিকল্পনাহীন জীবন

দু হাত বন্ধ— বাজারের ব্যাগ
উদাস মনটাকে টেনে টেনে
চলেছি ঘর পানে
হিসাবের বৈষম্য ও গানে।
সামনে একজন পড়ে গেল
পায়ে জড়িয়ে
আগ বাড়িয়ে।
নাম নেই, তাই অনামী।
কিছু ভাবনার আগেই
গাড়ির নিচে চলে গেল—
গাড়িটি থামেনি!
গরম লাল রঙ—
আমারই পায়ে।
প্রাপ্য প্রণামী।
কেউ ডাকবে না
কাঁদবে না কেউ—
শুধু—
তার শরীরের মাংসগুলো ছিঁড়ে নেবে
কেউ— কেউ।
শুধু—
সামনের ভাঙা জানালা খুলে
এক বৃদ্ধ বললো—
''শেষটাও চলে গেল।
ওদের বাঁচার দরকার নেই।''
আমি রক্ত মাখা পায়ে
ভাবছিলাম —
''জীবন মানে কি মৃত্যু
না কি
মৃত্যুর অপর নাম জীবন।''

ROHINI NANDAN
19/2, Radhanath Mallick Lane
Kolkata - 700 012
Email: rohininandanpub@gmail.com

ISBN 978-93-88866-10-1

Price: ₹ 300/-